বর্ষ-২৫, সংখ্যা-১, ইস্যু-৪৮, জানুয়ারি-জুন ২০২৩

আই ডি এফ পরিক্রমা

সূচিপত্র

১	বার্ষিক সাধারণ সভা	১-২
২	গভর্নিং বডির সভা	২
৩	কর্মী কর্মশালা-২০২৩	৩
৪	স্বল্প পুঁজির শক্তি	৪
	উদ্যোক্তা নেইস্রা মারমার কাহিনী	
৫	কবিতা	৫
	হৃদয়ে আইডিএফ	
৬	আইডিএফ এর সহকর্মী শাম্মী মার্জিয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা	৫-৬
৭	সংবাদ	৭-২৩
	৭.১ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	৭-১১
	৭.২ স্বাস্থ্য	১১-১২
	৭.৩ হালদা	১২-১৩
	৭.৪ আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৩-১৫
	৭.৫ সমৃদ্ধি ও প্রবীণ	১৫-১৭
	৭.৬ কৈশোর	১৮
	৭.৭ এসইপি	১৯-২০
	৭.৮ সেমিনার ও পরিদর্শন	২১-২২
	৭.৯ অন্যান্য সংবাদ	২২-২৩
৮	এক নজরে আইডিএফ এর কিছু কার্যক্রম	২৪

সম্পাদনা পরিষদ

উপদেষ্টা : এ. কে. ফজলুল বারি
সম্পাদক : জহিরুল আলম
সহ সম্পাদক : মৌসুমী চাকমা

"দুর্গম পাহাড়ী জনপদে ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচনের সংগ্রামে আমরা অবিচল"

১. বার্ষিক সাধারণ সভা (২৯তম) অনুষ্ঠিত

আইডিএফ এর ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা গত ২৩/০৬/২০২৩ তারিখ, শনিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় আইডিএফ কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. মাহমুদুল আলম। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সংস্থার উপ নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন। উক্ত সভায় সংস্থার গভর্নিং বডি ও জেনারেল বডির সম্মানিত সদস্যদের পাশাপাশি আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল, নির্বাহী পরিচালক, ক্রেডিট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ), জনাব রবিউল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, DESHA, Kustia এবং প্রিন্সিপাল শাহজাহান চৌধুরী। আইডিএফ এর নির্বাহী পরিচালক আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে সকলের পরিচয় করিয়ে দেন এবং অতিথিদের ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়।

সভার শুরুতে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম সংস্থার সদস্য, কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন। এরপর ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়। সংস্থার পরিচালক (ঋণ কর্মসূচি) বার্ষিক অগ্রগতির প্রতি বেদন (জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত) উপস্থাপন করেন। মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি, সোলার, আপদকালীন তহবিল, আইডিএফ স্কুল এন্ড কলেজ, আইডিএফ কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ইন্টিগ্রেটেড ফার্ম, কৃষি ও প্রাণিসম্পদ কর্মসূচি, সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। বিশেষ করে আইডিএফ এর হালদা প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম এর তথ্য বিশদভাবে তুলে ধরেন।

সংস্থার কোষাধ্যক্ষ, জেনারেল বডির সম্মানিত সদস্য ও LEAN প্রকল্পের ফোকাল পার্সন জনাব জওহর লাল দাশ LEAN প্রকল্পের অগ্রগতি বর্ণনা করেন। সংস্থার জেনারেল বডির সদস্য জনাব ফজলুল বারি আইডিএফ এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২ সংক্ষেপে সভায় উপস্থাপন করেন। এরপর সংস্থার পরিচালক (ঋণ কর্মসূচি) জনাব মোঃ সেলিম উদ্দীন সংস্থার ঋণ কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাজেট ২০২৩-২৪ উপস্থাপন করেন।

৩০/০৬/২০২৩ তারিখে সংস্থার বর্তমান গভর্নিং বডির মেয়াদপূর্তির কারণে MRA এর নীতিমালা মোতাবেক পরপর তিন মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় এ বছর মাননীয় সভাপতি প্রফেসর ড. মাহমুদুল আলম, সহ-সভাপতি প্রিন্সিপাল ড. মোঃ রেজাউল কবির ও কোষাধ্যক্ষ জনাব জওহর লাল দাশ অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া জয়েন্ট সেক্রেটারী ডা. মোহাম্মদ ইসমাইল চৌধুরীর মৃত্যুতে তার পদটি শূন্য থাকায় সর্বমোট তিন বছর মেয়াদী (২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬) ৪টি পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, উপরোক্ত নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিগত ১৩/০৫/২০২৩ তারিখ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ১৩০ তম গভর্নিং বডির সভায় জেনারেল বডির সদস্য অধ্যাপক শহীদুল আমীন চৌধুরীকে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে মনোনীত করা হয়। সকলের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিটি নির্বাচন করা হয়। নতুন কমিটিতে সভাপতি পদে জনাব আর্কিটেক্ট মং থেন হেন, সহ-সভাপতি পদে অধ্যক্ষ আফরোজা খানম, জয়েন্ট সেক্রেটারী পদে জনাব মংথোয়াই চিং, কোষাধ্যক্ষ পদে জনাব ফারজানা রহমান এবং সদস্য হিসেবে জনাব রাংলাই ম্রো নির্বাচিত হন। এরপর নব নির্বাচিত সভাপতি তার বক্তব্য প্রদান করেন। আমন্ত্রিত অতিথিগণও তাদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন এবং আইডিএফ এর কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। বৈশ্বিক মহামারীর মত ক্রান্তিকালেও যে আইডিএফ তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে, সেজন্য আইডিএফ এর নীতি নির্ধারক ও কর্মীদের সাধুবাদ জানান। পরিশেষে মাননীয় সভাপতি সকলের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে বিকেল ৪.০০ ঘটিকায় ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভার পরিসমাপ্তির পর সংস্থার গভর্নিং ও জেনারেল বডির সদস্যবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবর্গ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। আইডিএফ ইন্টিগ্রেটেড ফার্মের বিভিন্ন স্থানে সর্বমোট ১৭টি জারুল ও ১টি স্বর্ণালু ফুলের গাছ রোপন করা হয়। এরপর সন্ধ্যা ৭.০০ ঘটিকায় জেনারেল বডির সম্মানিত সদস্যদের উপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আইডিএফ এর শিল্পীবৃন্দ তাদের অসাধারণ গায়কীতে গুণমুগ্ধ দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল রাজশাহী অঞ্চলের শিল্পীদের পরিবেশনায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোকজ সংগীতের অন্যতম ধারা গম্ভীরা গান পরিবেশন। গম্ভীরা গানের মাধ্যমে নানা ও নাতি আইডিএফ এর বিভিন্ন কার্যক্রম দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন।

২. জানুয়ারি-জুন ২০২৩ সময়ে ৬টি গভর্নিং বডির সভা অনুষ্ঠিত

বিগত জানুয়ারি-জুন ২০২৩ সময়ে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক গর্ভনিং বডির ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি সভা আইডিএফ কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মাটিরাঙ্গা, খাগড়াছড়িতে এবং বাকি ৫টি সভা সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভাসমূহে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. মাহমুদুল আলম। গভর্নিং বডির সভাসমূহে পর্যবেক্ষক হিসেবে সাধারণ পরিষদ এর কিছু কিছু সম্মানিত সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন শেষে বিগত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিভিন্ন আর্থিক পার্টনার সম্পর্কে অবহিতকরণ, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ, পিকেএসএফ হতে ঋণ, অনুদান ও পুনঃভরন গ্রহণের অনুমোদন, সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের লাঞ্চ, ভ্রমণ, দৈনিক ও অন্যান্য ভাতা বৃদ্ধির অনুমোদন, গভর্নিং বডির নির্বাচন নিয়ে আলোচনা ও নির্বাচন কমিশন গঠন, সংস্থার বিভিন্ন পদে নিয়োগ, নিয়মিতকরণ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত কমিটি অনুমোদন, সংস্থার ক্রয়-বিক্রয় কমিটি গঠন অনুমোদনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

৩. "কর্মী কর্মশালা-২০২৩"

গত ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী অঞ্চলের ৩২টি শাখার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে কর্মী কর্মশালা-২০২৩ রাজশাহীস্থ "আশ্রয় গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে" অনুষ্ঠিত হয়। দুই দিনব্যাপী আয়োজিত এ কার্যক্রমে আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চলের যোনাল ম্যানেজার জনাব বিজন কুমার সরকার সভাপতিত্ব করেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হোসনে আরা বেগম, সাধারণ পরিষদ সদস্য, আইডিএফ। আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, উপ-নির্বাহী পরিচালক, আইডিএফ এবং জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন, পরিচালক, ঋণ কর্মসূচি, আইডিএফ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যোনের ০৪টি এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজারগণ, ৩২টি শাখার শাখা ব্যবস্থাপকগণ, মাঠ কর্মী, কৃষি ও স্বাস্থ্য কর্মসূচির সহকর্মীগণ। অনুষ্ঠান সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ শফীকুল ইসলাম, এরিয়া ব্যবস্থাপক, নাটোর এরিয়া, আইডিএফ। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও গীতা পাঠের পর জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে কর্মী কর্মশালা-২০২৩ শুরু হয়।

প্রথমে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন জনাব বিজন কুমার সরকার, যোনাল ম্যানেজার, রাজশাহী অঞ্চল, আইডিএফ। রাজশাহী অঞ্চলে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন এর মাধ্যমে আইডিএফ এর অগ্রযাত্রা অব্যহত রয়েছে বলে জানান। আগামীতে রাজশাহী অঞ্চলের দরিদ্র সদস্যদের সন্তানদের কর্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আইডিএফ কৃষি ফার্ম, কাফুরিয়ার নিজস্ব জমিতে উদ্যোক্তাদের কৃষি ও অকৃষি পণ্যের প্রক্রিয়াজাত-করণের উপর কাজ করার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চলের অগ্রযাত্রা অব্যহত রাখার জন্য উপস্থিত সকল সহকর্মীকে ধন্যবাদ জানান।

সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে জনাব মোঃ সেলিম উদ্দিন, পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ) তার বক্তব্যে আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চলের সকল সহকর্মীকে ধন্যবাদ জানান বিশেষ করে কোভিড/১৯ এর পর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার জন্য। কর্মী কর্মশালা থেকে উজ্জীবিত হয়ে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আগামীতে আইডিএফ এর সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করার আহবান জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। আইডিএফ এর মাননীয় উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন কর্মী কর্মশালা/২৩ থেকে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে যোগ্য কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার আহবান জানান। আগামীতে আইডিএফ এর সকল সিদ্ধান্ত মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করার আহবান জানান। সম্মানিত অতিথি হোসনে আরা বেগম, সাধারণ পরিষদ সদস্য, আইডিএফ, তার বক্তব্যে রাজশাহী অঞ্চলের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন এ অঞ্চলের সহকর্মীদের আইডিএফ এর প্রতি আন্তরিকতা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য অন্য অঞ্চলের জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করবে।

কর্মী কর্মশালা/২৩ এর প্রধান অতিথির বক্তব্যের পূর্বে বিগত সময়ে যারা আইডিএফ এর অগ্রযাত্রায় অবদান রেখেছেন তাদের পরিশ্রমের স্বীকৃতি স্বরুপ মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সহকর্মীদের শ্রেষ্ঠ কর্মীর পুরস্কার প্রদান করেন। শ্রেষ্ঠ কর্মীর পুরস্কার লাভ করেন যথাক্রমে ১. মিঠুন, নলডাঙ্গা শাখা; ২. রিপন, নলডাঙ্গা শাখা; ৩. আমিনুল, নলডাঙ্গা শাখা; ৪. মিলন, দূর্গাপুর শাখা; ৫. রেজাউল, নাটোর শাখা; ৬. আরিফুল, রহনপুর শাখা; ৭. রানা, দূর্গাপুর শাখা; ৮. শাহিনুর, রহনপুর শাখা; ৯. রানা, চৌডালা শাখা; ১০. ডাবলু, নাচোল শাখা। যৌথভাবে শ্রেষ্ঠ শাখা ব্যবস্থাপক পুরস্কার লাভ করেন জনাব মোঃ মহসিন আলী, নলডাঙ্গা শাখা এবং জনাব মোঃ আঃ রাজ্জাক, রহনপুর শাখা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় আইডিএফ রাজশাহী অঞ্চলের কর্মী কর্মশালা আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ঠ সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। আইডিএফ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সকলকে সদস্যদের সাথে আন্তরিক ভাবে কাজ করার আহবান জানান। আইডিএফ একটি সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান। আইডিএফ এর সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনা পরিষদ এর সদস্যগণ কোন প্রকার লাভ গ্রহণ করতে পারেন না। প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মেধা দিয়ে ও অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলার মধ্য দিয়ে আইডিএফ এর কর্মীগণ কাজ করেন। পরিশেষে, কর্মী কর্মশালা/২৩ এর সকল সিদ্ধান্ত মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য শেষ করেন।

৪. স্বল্প পুঁজির শক্তি: উদ্যোক্তা নেইস্রা মারমার কাহিনী

- সফিউল বশর

গ্রামীণ দরিদ্র পরিবার যারা বিভিন্ন পেশার মাধ্যমে নিজেদের জীবন নির্বাহ করে আসছেন, তাদেরকে স্বল্প পুঁজির সহায়তা দিলে, তারা তাদের মেধা এবং পরিশ্রম দিয়ে সে পেশাকে অধিকতর বিনিয়োগযোগ্য এবং বিস্তৃত করে আয়ের পরিমাণকে বাড়িয়ে দিতে সক্ষম। পরিশ্রমী এ সকল মানুষকে আইডিএফ ক্রমাগতভাবে পুঁজির সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। আর আইডিএফ এর এই পুঁজির সহায়তায় অসংখ্য দরিদ্র মানুষ নিজেদের দারিদ্রতার বেষ্টনী থেকে মুক্ত করে তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। এমনই একজন সদস্যার সফল উদ্যোগের কথা লিখে পাঠিয়েছেন খাগড়াছড়ি শাখার শাখা ব্যবস্থাপক সফিউল বশর।

আত্মপ্রত্যয়ী এক পাহাড়ী নারীর সফলতার নাম "স্বপ্নচূড়া"

খাগড়াছড়ির রাজ্যমনি পাড়ার এক সফল উদ্যোক্তা নেইস্রা মারমা। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মুষড়ে পড়েন। সেই হতাশা একসময় রূপ নেয় উদ্যোক্তা হওয়ার জেদে। পুঁজি বলতে ছিল নিজের জমানো মাত্র ১০ হাজার টাকা। কিভাবে নিজের পায়ে দাড়ানো যায় ভাবতে গিয়ে তার মাথায় আসে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি এবং পাহাড়ী বাঙ্গালীর এক অপূর্ব মিলনস্থল তিন পার্বত্য জেলার অন্যতম খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার কথা, যেখানে পাহাড় ও চেঙ্গী নদীর সমন্বয়ে এর সৌন্দর্য্য উপচে পড়ছে এবং প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটকের আগমনের কথা। তাই রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করবেন বলে মনস্থ করেন। নেইস্রা ভালো রান্নাবান্না জানেন এবং রাঁধতে ভীষণ ভালোবাসেন। তাই তিনি একটি নিজেদের নিরাপদ খাদ্যের রেস্টুরেন্ট শুরু করার চিন্তা করেন। তিনি তার বড় বোনের কাছে তার এই চিন্তার কথা জানান। তিনি নেইস্রার উদ্যোগকে সমর্থন জানান। কিন্তু অপর্যাপ্ত পুঁজি ছিল তার স্বপ্নের পথে প্রধান অন্তরায়। এমতাবস্থায় তার বড় বোন রাবাই মারমার পরার্মশে নেইস্রা আইডিএফ খাগড়াছড়ি শাখার ১৩ নং কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে ভর্তি হন। নিয়মিত গ্রুপ প্রশিক্ষণ শেষে প্রথম দফায় ১৫ হাজার টাকা ঋণ এবং নিজের জমানো ১০ হাজার টাকায় ৬টি চেয়ার আর ১টি টেবিল কিনে ছোট্ট ১টি কক্ষ ভাড়া নিয়ে রাজ্য মনি পাড়া, মহিলা কলেজ সংলগ্ন এলাকায় শুরু করেন রেস্টুরেন্ট ব্যবসা। পরিশ্রমী নেইস্রার মেধা ও স্বপ্ন পূরণের অদম্য ইচ্ছাকে সম্বল করে মাত্র সাত বছরে সেই রেস্টুরেন্টের আকার কেবল বড় হয়নি, প্রতি মাসে পাহাড়ি নারী নেইস্রা সেখান থেকে আয় করছেন ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত।

২০১৫ সালে আইডিএফ এ ভর্তি হবার পর ৫ দফায় যথাক্রমে ১৫,০০০/-, ৩০,০০০/-, ৪০,০০০/-, ৫০,০০০/- ও ১,০০,০০০/- টাকার ঋণ গ্রহণ করেন। খাগড়াছড়ি সরকারি মহিলা কলেজের পাশে অবস্থিত নেইস্রার রেস্টুরেন্টটির নাম "স্বপ্নচূড়া"। সমাজের বাধাবিপত্তি পেরিয়ে নারীরাও স্বপ্নের স্পর্শ

আইডিএফ এর উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যবসার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে নেইস্রা মারমা।

আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহিদুল আমিন চৌধুরী ও আইডিএফ অগ্রসর বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নেইস্রার স্বপ্নচূড়া রেস্টুরেন্ট পরিদর্শন।

পেতে চান, সেই ভাবনা থেকেই নিজের রেস্টুরেন্টের এমন নাম দিয়েছেলেন নেইস্রা। বর্তমানে প্রায় ১০ শতক জায়গায় বাঁশ ও কাঠের তৈরি দুটি ঘরে চলছে স্বপ্নচূড়া রেস্টুরেন্টের কার্যক্রম। এর একটি ঘর তোলা হয়েছে পাহাড়িদের ঐতিহ্যবাহী মাচাংঘরের আদলে। মাচাংটিতে প্রায় ২০ জনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। অন্য ঘরটি সাজানো হয়েছে গাছ, বেতের ল্যাম্পশেড দিয়ে। সেখানেও ৫০ জনের বেশি মানুষের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। রেস্টুরেন্টের সামনে লাগানো হয়েছে দৃষ্টিনন্দন বিভিন্ন ফুলের গাছ। সেখানে রয়েছে একটি "সেলফি কর্নার" এবং বসানো হয়েছে শিশুদের জন্য দোলনা সহ বিভিন্ন রাইড।

সাত ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট নেইস্রা মারমা। পরিবারের সবাই চাকরি করেন। শুরুতে পরিবারের সবার সমর্থন না থাকলেও তার সাফল্য দেখে এখন সবাই তাকে ব্যবসায় উৎসাহ দেন বলে জানান। তিনি জানান, ব্যবসায় সাফল্য অর্জন ও কাস্টোমারের চাহিদা থাকায় তিনি ২০২০ সালে রেস্টুরেন্টটি সম্প্রসারণ করেন। বর্তমানে আইডিএফ হতে ১ লক্ষ টাকা ঋণ ও নিজের জমানো টাকা একত্রিত করে ১০ শতক জায়গা ৭ লক্ষ টাকা জামানত দিয়ে ভাড়া নিয়েছেন। রেস্টুরেন্টে ১২ জন কর্মচারী কাজ করেন, যাদের মধ্যে ৭ জনই চাকরীর পাশাপাশি পড়ালেখা করছেন। কর্মচারীদের মধ্যে ৯ জনই নারী। বাংলা ও পাহাড়ীদের ঐতিহ্যবাহী দুই ধরনের খাবারই রেস্টুরেন্টটিতে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও রেস্টুরেন্টের খাবারের মেন্যুতে বিভিন্ন ধরনের নাশতা, ডেজার্ট ও পানীয় রাখা হয়েছে।

নেইস্রা বলেন, বর্তমানে কর্মচারীদের বেতন ও রেস্টুরেন্টের ১০ হাজার টাকা ভাড়া দেওয়ার পরও প্রতি মাসে ৪০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত তিনি আয় করেন। ব্যবসাটি আরও সম্প্রসারণের ইচ্ছা রয়েছে তার। তার বর্তমান সামাজিক অবস্থান ও সাফল্যের জন্য আইডিএফ এর ভূমিকার কথা তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন এবং তিনি আইডিএফ এর প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।

৫. কবিতা

হৃদয়ে আইডিএফ

লালন কান্তি চাকমা
জেনারেল বডির সদস্য, আইডিএফ।

যার অকৃত্রিম কোমল পরশে মানবতা অংকুরিত
তারুণ্যের প্রাণশক্তি সদা উচ্ছ্বসিত,
যে নাম মেহনতী শ্রেণির নির্ভার আকাশ;
যে নামে রুটি রুজির অপার সম্ভাবনা
যে নাম বিত্তহীনদের বিশ্বস্ত ঠিকানা
স্বমহিমায় চিরভাস্বর সেই নাম
প্রিয় আইডিএফ উন্নয়ন সংস্থা।
তত্ত্ব তথ্যে নহে লুকোচুরি
দুর্নীতিতে কভু নহে বাহাদুরি।
পরিশ্রমে আনে আর্য ধন,
ঋণকে করি সঞ্চয় মূলধন।
আপদকালীন শক্তি সাপ্তাহিক সঞ্চয়
খরচের খতিয়ানে করি না অপচয়।
কেন্দ্রই মুলমন্ত্র, পরস্পর অভয়দাতা
সবে মিলি গড়বো মোরা, শ্রেণিগত একতা।
কৃত্রিম দারিদ্র্য, অভিশপ্ত বেকারত্ব ;
সমূলে উৎপাটনে মোরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
অর্থনৈতিক মুক্তিতে,সমাজ বিনির্মাণে
মোরা একঝাঁক গায়ক পাখি।
সতত গেয়ে যাই যার গুণগান,
বৈশ্বিক মানদন্ডে সেই শক্তি ক্রমধাবমান।
জীবন বাজি রেখে অক্ষুন্ন রাখবো
প্রিয় সংস্থার অর্জিত সুনাম।
আমজনতার আস্থা ও ভালবাসায় গাঁথা
কথায়-কাজে অভিন্ন সেইসব গল্পকথা
সবার প্রিয় নাম আইডিএফ উন্নয়ন সংস্থা।
সবার হৃদয়ে থাকুক পাঞ্জেরী জহিরুল
চেতনার শক্তিতে সহযোদ্ধা শহীদুল।
অনন্য কর্মস্পৃহায় কীর্তিমান মাহমুদুল
প্রাজ্ঞ মেন্টর বারী ফজলুল।
অদম্য সতীর্থ যথাক্রমে শিক্ষাবিদ রেজাউল ও শিক্ষাবিদ নূরুল,
স্থপতি মং থেন, হেডম্যান মংথোয়াই,
কথাশিল্পী আফরোজা ও সুভাষিনী ফারজানা
সমাজকর্মী রাংলাই, বিভা ও লালন
সুদৃষ্টি সদস্য জওহর লাল সুজন।
অকৃত্রিম মমতাময়ী সদস্যা হোসনে আরা,
বলিষ্ঠ নেতৃত্বে নিজাম-সেলিম জুটি
মাঠ পর্যায়ে তেজোদীপ্ত কর্মীবাহিনী
দাপ্তরিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় মেলবন্ধন
দারিদ্র্য বিমোচনে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী
শত মরু প্রান্তর পাড়ি দিয়ে
এগিয়ে যাক কাল কালান্তর
প্রস্ফুটিত হোক শতসহস্র সুরভিত ফুল
ক্রমাগত জোয়ার ভাটায়
আইডিএফ এর পথচলা হোক সদা দুর্বার, সদা অনুকূল।

৬. আইডিএফ এর সহকর্মী শাম্মী মার্জিয়ার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা

শাম্মী মার্জিয়া। আইডিএফ পরিবারে একটি প্রিয় নাম। প্রায় ১২ বছরের সংশ্লিষ্টতা আইডিএফ এর সঙ্গে। শুরু থেকেই যুক্ত ছিলেন আইডিএফ পরিক্রমার সাথে। অসংখ্য লেখা লিখে গেছেন পরিক্রমায়। সবার প্রিয় আমাদের এ সহকর্মী ক্যানসারের সাথে যুদ্ধ করে পরলোক গমন করেছেন ২০২৩ সালের মে মাসে। তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের এই নিবেদন।

আশির দশকে জন্ম নেয়া শাম্মী মার্জিয়ার পিতৃভূমি ঝিনাইদহ হলেও তিনি বেড়ে ওঠেন চট্টগ্রামে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুগোল ও পরিবেশবিদ্যায় এম.এস.সি সম্পন্ন করে ২০১১ সালে যোগদান করেন ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনে। আইডিএফ এর সদা হাস্যোজ্বল সহকর্মী শাম্মী মার্জিয়ার

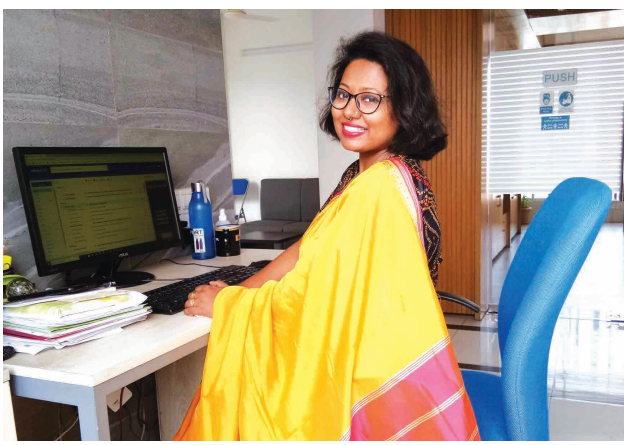

ছোটবেলা থেকেই লেখার প্রতি প্রচন্ড ঝোঁক ছিল। ছাপাও হত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। বাংলাদেশের প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য, লোকজ সংস্কৃতি, গ্রামের মেঠোপথ, রাখালের বাঁশি, বাউলের গান, পাহাড়ি বুনোফুল, সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, ছোট ছোট চাওয়া-পাওয়া, না পাওয়ার আনন্দ বেদনা এসবই তার লেখার উপাদান। বিশেষ করে অন্দরমহলের নারীদের মনের হাহাকার তিনি তার লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে। এছাড়াও যা দেখেন আর অনুভব করেন তাই কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলেন আর পোষ্ট করেন ফেসবুকের পাতায়। তার সুনিপূণ লেখনী শুধু বাংলাদেশের নয়, ওপার বাংলার অসংখ্য অনুরাগীর মাঝেও মুগ্ধতা ছড়াতে থাকে। অগণিত পাঠকের ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ কলকাতা থেকে মুদ্রিত তার প্রথম বই "আয়নামতির আঙুল"। দুর্ভাগ্যক্রমে, ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে লেখকের শরীরে দুরারোগ্য ক্যানসার বাসা বাঁধে। অসহনীয় কষ্টকর চিকিৎসায় সফল হয়ে ফিরে আসেন স্বাভাবিক জীবনে। ২০২১ সালে পুনরায় ক্যানসার ফিরে আসে ফুসফুসে, শেষ অবস্থায়। টানা দুই বছর মরণব্যাধি ক্যানাসারের সাথে যুদ্ধ করে পরিশেষে ২০২৩ সালের মে মাসে তাকে হার মানতে হয়। সকলকে কাঁদিয়ে মাত্র ৪১ বছর বয়সে তিনি চলে যান না ফেরার দেশে। অসুস্থ অবস্থায়ও সাহিত্য চর্চা করে চলেছেন পুরোদমে। ক্যান্সারের চিকিৎসা নিতে নিতেই হাসিমুখে লিখে গেছেন এ বইয়ের লেখাগুলি। বইটিতে ১৪টি ছোটগল্প রয়েছে। তন্মধ্য থেকে "গণেশ কাজী" ও "প্রভাতীর জন্মমৃত্যু" গল্পটি পরিক্রমার এ সংখ্যায় পুনঃমুদ্রন করা হল।

৬.১ গণেশ কাজী

গণেশ কাজী তাঁর নাম। বেঁচে থাকলে এখন একশো তেইশ বছরে পড়তেন। ব্রিটিশ ভারতের যশোর জেলার হরিশপুরে জন্ম, বুনিয়াদী কাজীবাড়িতে। বদন কাজীর মেয়ে তিনি, আমার মায়ের দাদী। সম্ভ্রান্ত মুসলিম ঘরের মেয়ের নাম গণেশ! কী করে হল! বলি গল্পটা। জন্মের পর গোলগাল শিশুকে দেখে অবাক হয়ে মেয়ের বাবা বললেন, 'এ তো দেখি গণেশঠাকুর এসেছে ঘরে।" আকিকা করে পোশাকি নাম রাখা হল 'মেহেরুননেছা', কিন্তু সে কেবল পোশাকি নাম। গণেশ কাজী, সকলের কাছেই গণেশ কাজী।

গণেশ যার নাম, তার জ্ঞানী হওয়াটাই স্বাভাবিক। মেয়ের খুব দখল হল বাংলা, উর্দু ও আরবিতে। লেখাপড়াই ধ্যানজ্ঞান। কলকাতা থেকে আনিয়ে নেওয়া নিত্যনতুন বই ছিল তার পাঠ্য। ছেলেবেলায় মা-মরা মেয়ে বাবার আদর পেয়ে বড়ো হলে ঘরসংসারপটু হয় না। গণেশও অপটু। সম্বন্ধ করে মায়ের দাদার সঙ্গে বিয়ে হল, বিরাট আয়োজন, বিপুল কন্যাপণে।

বাসর রাতে নববধূকে একটি দেশলাই বাক্স উপহার দিলেন বর। গণেশ অবাক! বারোহাতের মসলিন শাড়ি ভাঁজ করে ঢুকানো তাতে। এমন এক মসলিনের

স্বপ্ন ছেলেবেলায় দেখেছিল সে, যখন দেখেছিল দাদীকে দেওয়া তার দাদার উপহার, আরও বেশি সূক্ষ্ম মসলিন। আঠারো শতকের শুরুর দিকে বোনা সেই শাড়ি, তিনি কড়ে আঙুলের আংটিতে ভাঁজ করে রাখতেন। গণেশ অবশ্য নিজের মসলিনখানা একবার মাত্র, বাসর রাতে পরেছিলেন। তারপর গহনাগাটি রাখার সিন্দুকে যত্ন করে তুলে দেন।

গণেশের বর কলকাতার বড়ো ব্যবসায়ী। তাই শ্বশুরঘরে তার আদরযত্ন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কমতি নেই। গুছিয়ে সংসার করার ঝক্কি নেই, বোঝেও না এই মেয়ে। সারাদিন খালি বই পড়ে, কলের গান শোনে, ক্যামেরায় সাদাকালো ছবি তুলে বেড়ায়। বাগান করতেও ভারি সুখ পায়। কলকাতা থেকে বর এনে দেয় নতুন বই, গানের রেকর্ড, দার্জিলিং চা, শহুরে খাবার, শাড়ি গহনা। শৌখিন পুরুষটি ভোজনরসিক, তিনি এলে পাকঘর সুগন্ধি মসলার বাসে ম' ম' করে। আরামকেদারায় হেলে সোনার নলে হুঁকো টানেন যখন, ঘরভরা তামাকের সুবাস, প্রেমের সুবাস...

দুরারোগ্য অসুখে অকালে তাঁর মরণ হল। সাতচল্লিশের দেশভাগে গণেশ সম্পত্তি খুইয়ে হলেন পাকিস্তানবাসী। বৈভব রইল না, কিন্তু আভিজাত্য? সে তো কখনও হারাবার নয়। মসলিন শাড়িটা তার বরের আদর, সে আদর তিনি বুকে বইতেন। জরা এল, আদর মলিন হল না।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় বরের ভিটে আগলে পড়েছিলেন বৃদ্ধা গণেশ কাজী। গাঁ ফাঁকা করে তাঁর পরশিরা চলে যাচ্ছিল। অসহায় বৃদ্ধার ঘরে লুঠতরাজের সময় রাজাকাররা সেই দেশলাইবাক্সটা নিয়ে যায়, যার ভেতর ছিল গণেশ কাজীর বরের আদর, আর তাঁর তরুণী হৃদয়।

৬.২ প্রভাতীর জন্মমৃত্যু

যেইমাত্র ভোরের আলো ফুটল, শোনা গেল তার মধুর কান্না। আঁধার চিরে যেমন আলো, তেমনি করে যেন মেয়ে এল যশোরনিবাসী আহম্মদ মোল্লার ঘরে। প্রভাতে জন্ম, নাম প্রভাতী। কিন্তু আনন্দের পাশাপাশি ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ল পরিবার। কারণ তখন ব্রিটিশ ভারতজুড়ে তোলপাড়, বাল্যবিবাহ নিরোধক আইন পাশ হবে ক'দিন পরেই। মেয়েদের বিয়ের বয়স হবে আঠারো, ছেলেদের একুশ। এ আইন না মানলে জরিমানা, তিন মাস কয়েদ।

হাতে দশ কী বারোদিন সময়। এর মধ্যে প্রভাতীর বিয়ে দিতে না পারলে আঠারো বছর অপেক্ষা। বাপ মায়ের তাতে আপত্তি না থাকলেও পরিবার নারাজ, চারদিকে উপযুক্ত পাত্রের খোঁজ পড়ল। শেষে পাশের গাঁয়ের আট বছরের বালক তালেব মিঞাকে পেয়ে নিশ্চিন্ত হল সবাই। নয় দিনের বউ, তার আট বছরের বর। মহা ধুমধামে বিয়ে হয়ে গেল শিশুমেয়ের। কথা রইল, বয়ঃপ্রাপ্ত হলে শ্বশুড়বাড়ি যাবে সে।

আদর আহ্লাদে প্রাচুর্যের ভেতর শৈশব পার হয়ে মেয়ে যখন কিশোরী, পড়াশোনায় গানবাজনায় সমান পটু, এগারো পেরিয়ে দেখতে দেখতে তার বারো বছর এসে পড়েছে, শ্বশুরবাড়ির ডাক পৌঁছল। কলকাতার বড়ো ব্যবসায়ী বাবা, মেয়েকে শিক্ষিত করেছেন যত, তত সংসারী করেননি, প্রভাতী তাই ঘরের কাজে নেহাত আনাড়ি। সাজিয়ে গুছিয়ে সালংকরা মেয়েকে ঘর করতে পাঠালেন মোল্লাসাহেব। উচ্চশিক্ষিত, উন্নত বংশ, সম্পদশালী, শিক্ষক জামাইয়ের ঘর। প্রভাতী চোখের জলে ভেসে গেল। জল ক্রমশ স্রোত হয়ে বইল। অগাধ হল। স্বপ্ন ডুবল।

এ কোন নতুন জগতে এসে পড়েছে বাপসোহাগী মেয়ে! বিধিনিষেধের বেড়ায় তাকে বন্দী করেছেন শাশুড়ি, তাঁর কঠোর মনে কোনও সহজ খুশিই গলে না। অর্থাভাব নেই কিন্তু বউয়ের পাতে মোটা চালের ভাত। গায়ে মোটা তাঁতের শাড়ি। কাঁটাওয়ালা মাছের লেজখানি নিয়মিত বরাদ্দ। সুগন্ধি দার্জিলিং চায়ের নেশা যার ছোটোবেলা থেকে, শ্বশুরবাড়িতে এসে সে চায়ের ঘ্রাণটুকুও পায়নি। খেতে পারতো না, বেশিরভাগ দিনই অভুক্ত থাকতো প্রভাতী। মোটা শাড়ি কলপাড়ে কাচতে গিয়ে পা দিয়ে পাড়াতো, কঠোর শাশুড়ির চোখ লাল, বাঁকা ঠোঁটে গঞ্জনা। তাঁর সুদৃঢ় পণ, বউয়ের বাপের ঘরের রেওয়াজ ভাঙতে হবে। নাইওরে, বাপের ঘরে গেলে বউ ফিরতে চায় না বলে তার নাইওর যাওয়া বন্ধ। আস্তে আস্তে ফোটা ফুলের মুদে যাওয়া ক্লান্তি মেখে ঝিমিয়ে যায় প্রভাতী। অপুষ্ট, রক্তশূন্য তার শরীরটা বিছানায় পড়ে থাকে। শান্ত মেয়ে, শান্ত বউ। বাবা খবর পেয়ে গুছিয়ে নেন কাঞ্জীভরম শাড়ি, কাশ্মীরি শাল, আপেল, খেজুর, মালদাই, আম, দার্জিলিং চা... টেলিগ্রাম পৌঁছয়। মেয়ের লাশটাকে কোলে করে এনে বাড়ির বাঁশবাগানে নিজহাতে কবর দেন আহম্মদ মোল্লা। প্রভাতীর বাপ।

৭. সংবাদ

৭.১ কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

আইডিএফ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সদস্যদের জীবন মান উন্নয়নে তাদের জীবিকায়নে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উপর গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। সংস্থার কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বসত বাড়ির আঙিনায় ও পুকুর পাড়ে সবজি চাষ, শাক সবজির বীজ বিতরণ, জৈব সার তৈরীকরণ, কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও কৃষকদের আধুনিক চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণ, মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষ, গবাদিপশুর কৃমি মুক্তকরণ, প্রাণিসম্পদ এর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, গরু মোটাতাজাকরণ, গবাদিপশুকে নিয়মিত টিকা প্রদান, আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, সদস্যদের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান, প্রদর্শনী খামার স্থাপন, মাঠ দিবস পালন, কর্মশালা অনুষ্ঠান, দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। গত জানুয়ারি-জুন, ২০২৩ সময়ে এ ইউনিটের পরিচালিত কার্যক্রমের কিছু সংবাদ এখানে তুলে ধরা হল।

৭.১.১ হোম গার্ডেনিং/বসতবাড়ীতে শাক-সবজি চাষ

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর কৃষি উন্নয়ন বিভাগ (কৃষি ইউনিট) রাজশাহী অঞ্চলে প্রতি মাসে বিভিন্ন কেন্দ্রের সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে শাক-সবজির বীজ বিতরণ করে "বসতবাড়ীতে শাক-সবজি চাষ (হোম গার্ডেন)" তৈরীর পরামর্শ প্রদান করে আসছে। সংস্থা সদস্যদেরকে বিনামূল্যে শাক-সবজির বীজ যেমন- মিষ্টি কুমড়া, লাউ, লাল-শাক, শীম, পালং-শাক, সবুজ শাক ও মূলার বীজ প্রদানের পাশাপাশি "হোম গার্ডেন" তৈরীতে বিভিন্ন পরামর্শ ও কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

৭.১.২ উন্নত জাতের ঘাস (নেপিয়ার) চাষ

"গাভীর মুখে দিলে ঘাস দুধ পাবেন বারো মাস" এই স্লোগানকে সামনে রেখে সংস্থার কৃষি উন্নয়ন বিভাগ সদস্যদের মাঝে নিরলস ভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সংস্থার কৃষি উন্নয়ন বিভাগ সদস্যদের মাঝে উন্নত জাতের ঘাসের কাটিং সরবরাহ করা, ঘাসের কাটিং রোপন ও পরিচর্যা করা এবং বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বিভিন্ন শাখায় জানুয়ারি হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১৮জন সদস্যকে কৃষি উন্নয়ন বিভাগ (প্রাণিসম্পদ ইউনিট) থেকে উন্নত জাতের নেপিয়ার ঘাস চাষ পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে প্রতিটি সদস্যকে বিনামূল্যে নেপিয়ার ঘাসের কাটিং বিতরণ ও রোপণে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

৭.১.৩ কৃষি (সুফলন) খাতে ক্ষুদ্রঋণ

পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের প্রত্যয় নিয়ে আইডিএফ তার পদযাত্রা শুরু করলেও পরবর্তীতে ক্রমে দেশের আরও বিভিন্ন অঞ্চলে আইডিএফ তার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে ঋণ কর্মসূচিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। আইডিএফ এর সদস্যদের আয়ের প্রধান উৎস কৃষিকাজ। কৃষিকে কেন্দ্র করেই সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা নির্ভর করে। অনেক সময় অর্থের অভাবে গ্রামাঞ্চলের মানুষ সময়মত ফসল উৎপাদনে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হন। ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) সদস্যদের সময়মত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সহজ শর্তে কৃষি (সুফলন) ঋণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ এর দক্ষ জনবল সদস্যদের ফসলের মাঠ, ক্ষেত খামার সরজমিনে পরিদর্শন করে বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরী পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

৭.১.৪ কর্মএলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে ফল চাষ সম্পসারণে আইডিএফ এর উদ্যোগ

আমাদের খাদ্য চাহিদা পূরণে ফলমূল চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। ফল চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদিত ফল আমাদের দেশের বর্তমান খাদ্য ও পুষ্টির ঘাটতি পুরণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একজন বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক কমপক্ষে ৮৫-৯০ গ্রাম ফল খাওয়া দরকার। ফল চাষ সম্পসারণের মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। তাই ফলের চাষ বৃদ্ধির উপর জোর দিতে পারলে আমাদের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি প্রচুর ফল রপ্তানির সুযোগ আর সম্ভাবনা রয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে আইডি-এফ কর্মএলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে ফল বাগান সৃষ্টিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আইডিএফ কক্সবাজার, বাইশারী, এমচরহাট, বাঁশখালী এলাকায় কৃষকদের মাঝে ফলের চারা, সার, ইত্যাদি বিতরণ করেছে। ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে আইডিএফ এর এই উদ্যোগ কর্মএলাকায় ব্যাপক ভুমিকা রাখবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের বিশ্বাস।

৭.১.৫ রাজশাহী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এ মসলা চাষ সম্প্রসারণে আইডিএফ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সুস্বাদু খাবার রান্নায় মসলার ব্যবহার বাংলাদেশীদের কাছে একান্ত অপরিহার্য। মসলা পুষ্টিগুণের পাশাপাশি ঔষধিগুণে সমৃদ্ধ, যা বর্তমান বিশ্বে সর্বজনবিদিত। মসলা রুচি বৃদ্ধিতে, খাদ্য সংরক্ষণে ও গুণাগুণ রক্ষার্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে ব্যবহৃত ২৭ প্রকার মসলার মধ্যে বাংলাদেশে ১৭ টির চাষ হলেও মাত্র ৫/৬ টি যেমন পেয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ ও ধনিয়া প্রধান মসলা হিসাবে চাষ হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রায় ৪.০০ লক্ষ হেক্টর জমি থেকে প্রায় ১৪.০৬ লক্ষ মেট্রিক টন প্রধান প্রধান মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদিত হচ্ছে। তারপরও এসব মসলার অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদের আরও প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন আমদানি করতে হয়। বর্তমানে দেশের উৎপাদন ও আমদানি মিলে মাথাপিছু দৈনিক ২৪ গ্রাম মসলার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে। দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য মাথাপিছু মসলার চাহিদা ৩৮ গ্রাম। এই হিসাবে উল্লিখিত মসলাগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণ প্রায় শতকরা ৩৬.৮৫ ভাগ। এমতাবস্থায় আইডিএফ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় রেখে মসলা চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আইডিএফ ৪৩ জন কৃষককে বিভিন্ন মসলা যেমন-গোলমরিচ, হলুদ, আদা, পেয়াজ ইত্যাদি চাষের জন্য বীজ, চারা, সার সরবরাহ করছে। ৫০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। পাহাড়ে আইডিএফ বস্তা পদ্ধতিতে আদা হলুদ চাষের উদ্যোগ নিয়েছে যেন পাহাড়ের মাটি ক্ষয়ে না যায়। এসকল মসলা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য আইডিএফ উদ্যোক্তাদের প্রসেসিং মেশিন ও অন্যান্য লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করছে। আইডিএফ এর এসকল উদ্যোগ গ্রহণের ফলে উক্ত এলাকায় মসলা চাষ বৃদ্ধি পাবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

৭.১.৬ কক্সবাজার শাখার উত্তর নুনিয়ার ছড়ায় বাজার সংযোগ কর্মশালা অনুষ্ঠান

বিগত ২০ জুন ২০২৩ তারিখে আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজার সংযোগ কর্মশালা কক্সবাজার শাখার উত্তর নুনিয়ার ছড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন উদ্যোক্তা, পাইকার ও নতুন পণ্য গ্রীন মাসেল ও ওয়েস্টার ক্রেতা, মৎস্য কর্মকর্তা, বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সদস্যবৃন্দ। কমর্শালায় গ্রীণ মাসেল চাষী ও পাইকারদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দেওয়া হয় এবং দর-দাম নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৭.১.৭ দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ

বিগত ২৯-৩০ মে ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ এর অর্থায়নে আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের দুইদিনব্যাপী অনাবাসিক "উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ" বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন মেরিন ফিশারীজ কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফারুক, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা খাইরুল আলম সবুজ, সফল খামারী রেনু আরা বেগম, মৎস্য কর্মকর্তা ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। প্রশিক্ষণে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শুটকি উৎপাদন ও বিপনণের বিভিন্ন পদ্ধতি হাতে কলমে শিখানো হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে মোট ২৫ জন শুটকি উৎপাদনক-ারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৭.১.৮ কক্সবাজার শাখায় সামুদ্রিক জলাশয়ে গ্রীণ মাসেল, ওয়েস্টার ও সীউইড চাষ প্রদশনীর উপর মাঠ দিবস আয়োজন

বিগত ১৯ জুন ২০২৩ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়, ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত কৃষি ইউনিট মৎস্য খাতের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে কক্সবাজার শাখায় সামুদ্রিক জলাশয়ে গ্রীণ মাসেল, ওয়েস্টার ও সীউইড চাষ এর উপর মাঠ দিবস বাস্তবায়ন করা হয়।

৭.১.৯ পদুয়া শাখায় মাছ চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ

বিগত ১৫-১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখ আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের দুইদিন ব্যাপী অনাবাসিক উত্তম ব্যবস্থাপনায় মাছ চাষ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ পদুয়া শাখায় বাস্তবায়িত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবদুর রাজ্জাক, আরাফাত হোসাইন টেকনিক্যাল কর্মকর্তা (মেগা ফিড), মৎস্য কর্মকর্তা, বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর সফল খামারি ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। প্রশিক্ষণে মাছ চাষের সার্বিক দিক নিয়ে আলোকপাত করা হয়। বাজারে মাছের খাদ্যের অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধি পাওয়াতে, কার্প ফ্যাটেনিং প্রদর্শনী পুকুর পাড়ে ব্যবহারিক সেশনের মাধ্যমে সদস্যদেরকে হাতে মাছের খাবার তৈরী করার কৌশল, এর গুরুত্ব ও পুকুরে প্রয়োগ করার পদ্ধতি শেখানো হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে মোট ২৫ জন মৎস্য চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৭.১.১০ কক্সবাজার শাখায় মৎস্য খাতে মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র

বিগত ৪ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য খাতে মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র কক্সবাজার শাখার ছনখোলাতে আয়োজন করা হয়। উক্ত সেবা কেন্দ্রে পরামর্শদাতা হিসেবে ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা তারাপদ চৌহান, মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য চাষী এবং আইডিএফ কর্মকর্তাবৃন্দ। উক্ত পরামর্শ কেন্দ্রে মৎস্য চাষীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সমস্যার সমাধান সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়। উক্ত সেবা কেন্দ্রে মোট ৩০ জন মৎস্য চাষীকে সেবা প্রদান করা হয়।

৭.১.১১ শুটকি উৎপাদন ও বিপনন প্রদর্শনী এবং সামুদ্রিক জলাশয়ে গ্রীন মাসেল (সবুজ ঝিনুক) ও ওয়েষ্টার চাষ প্রদর্শনী পরিদর্শন

বিগত ১৪ জুন ২০২৩ তারিখে পিকেএসএফ এর সমন্বিত কৃষি ইউনিট (মৎস্য খাত) এর আওতায় আইডিএফ এর কক্সবাজার সদর শাখায় জনাব তানভীর সুলতানা, ডিজিএম, পিকেএসএফ ও জনাব নিজাম উদ্দিন, ডিইডি, আইডিএফ স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে শুটকি উৎপাদন ও বিপনন প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। যেহেতু মাছ ধরা বন্ধ ছিল তাই শুটকি ব্যবসায়ীদের এই দুই মাস বিকল্প আয় হিসেবে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব তানভীর সুলতানা এবং জনাব নিজাম উদ্দিন। এছাড়াও উক্ত তারিখে তারা সামুদ্রিক জলাশয়ে গ্রীন মাসেল (সবুজ ঝিনুক) ও ওয়েষ্টার চাষ প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

৭.১.১২ আইডিএফ নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক কক্সবাজার শাখায় বাস্তবায়নকৃত স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুটকি উৎপাদন ও বিপণনের প্রদর্শনী পরিদর্শন

বিগত ২৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায়, ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত কৃষি ইউনিট মৎস্য খাতের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে কক্সবাজার শাখায় বাস্তবায়নকৃত স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুটকি উৎপাদন ও বিপণনের প্রদর্শনী আইডিএফ এর মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ও জেনারেল বডির সম্মানিত সদস্য জনাব হোসনে আরা বেগম পরিদর্শন করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। পরিদর্শন শেষে তাঁরা উক্ত সদস্য হতে শুটকি ক্রয় করেন।

৭.১.১৩ কক্সবাজার ও ঈদগাঁও শাখায় স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুটকি উৎপাদন ও বিপণন প্রদর্শনী বাস্তবায়ন

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত কৃষি ইউনিট মৎস্য খাতের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে কক্সবাজার শাখায় স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুটকি উৎপাদন ও বিপণনের জন্য ১৫ জন সদস্যকে এবং ঈদগাঁও শাখায় স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুটকি উৎপাদন ও বিপণনের জন্য ৫ জন সদস্যকে প্রদর্শনী প্লট তৈরী করার জন্য সহায়তা দেওয়া হয় দেশের বৃহত্তম শুটকি পল্লী নাজিরার টেক শুটকি মহলে। তারা ছুরি, লইট্যা, ফাইস্যা, চিংড়ি ইত্যাদি মাছের শুটকি তৈরি ও বিক্রি করে।

৭.১.১৪ সফল উদ্যোক্তা সম্মাননা প্রদান

বিগত ২৫ জুন ২০২৩ তারিখে মৎস্য খাতে সফলতা ও অসামান্য অবদান রাখার জন্য বাছাইকৃত দুইজন নারী উদ্যোক্তাকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। উক্ত সফল উদ্যোক্তা সম্মাননা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপ-নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও চাষীবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে মৎস্য খাতে সম্মাননা প্রাপ্ত দুইজন নারী উদ্যোক্তারা হলেন কক্সবাজার শাখার সামুদ্রিক জলাশয়ে সী উইড, গ্রীণ মাসেল (সবুজ ঝিনুক) ও ওয়েষ্টার চাষ প্রদর্শনী বাস্তবায়নকারী রিজিয়া বেগম এবং ঈদগাঁও শাখার স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুটকি উৎপাদন ও বিপণনের প্রদর্শনী বাস্তবায়নকারী রসবালা শর্মা।

৭.১.১৫ আমিলাইষ শাখায় মৎস্য খাতে মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র

বিগত ৫ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর বাস্তবায়নে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে সমন্বিত কৃষি ইউনিটের মৎস্য খাতে মৎস্য সেবা ও পরামর্শ কেন্দ্র আমিলাইষ শাখায় আয়োজন করা হয়। উক্ত সেবা কেন্দ্রে পরামর্শদাতা হিসেবে ছিলেন সাতকানিয়ার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শওকত শর্মা, মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য চাষী এবং আইডি-এফ কর্মকর্তাবৃন্দ। উক্ত পরামর্শ কেন্দ্রে মৎস্য চাষীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ দেওয়া হয়। উক্ত পরামর্শ সেবা মোট ৩০ জন মৎস্য চাষীকে প্রদান করা হয়।

৭.১.১৬ বাউ চিকেন (BAU Chicken)

আমাদের দেশের প্রাণিজ আমিষের শতকরা প্রায় ৩৮ ভাগ মুরগির মাংস ও ডিম হতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব অভিযোজনক্ষম বাউ চিকেন উদ্ভাবন করেছে। বাণিজ্যিক ব্রয়লার মুরগির তুলনায় এই মুরগির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি এবং অধিক তাপ সহনশীল। এই মুরগির মাংসের স্বাদ অনেকটা দেশি মুরগির মতই। এই মুরগি ৩৫ দিন পালন করলে প্রায় ৮০০-৯০০ গ্রাম ওজন হয় এবং খাদ্য রুপান্তর হার সোনালি ও দেশি মুরগির তুলনায় বেশি। এ প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় প্রাণিসম্পদ খাতে আইডিএফ ১০টি শাখায় সদস্য পর্যায়ে জলবায়ুসহিষ্ণু কালার বাউ চিকেন মুরগি পালনের মাধ্যমে পারিবারিক পুষ্টি নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ করে যাচ্ছে।

৭.১.১৭ প্রাণিসম্পদের টিকাদান কর্মসূচি

আইডিএফ এর কৃষি উন্নয়ন বিভাগ প্রকল্প এলাকায় প্রতি মাসে বিভিন্ন কেন্দ্রে সদস্যদের প্রাণিসম্পদকে বিভিন্ন মারাত্মক রোগ থেকে সুরক্ষার জন্য বিনামূল্যে নিয়মিত টিকাদান কর্মসুচি পালন করে যাচ্ছে। বিগত জানুয়ারি হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন শাখার কেন্দ্রসমূহে প্রায় ৩১৯০টি ছাগল/ভেড়াকে পিপিআর, ৩৭৫টি ছাগল /ভেড়াকে গলাফোলা ও ২৯০টি ছাগল/ভেড়াকে গোটপক্স রোগের প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয় এবং ২৭৯০টি গরু/মহিষকে তড়কা,৩৬৫টি গরু/মহিষকে এলএসডি এবং ৩৮০টি গরু/মহিষকে ক্ষুরারোগ এর টিকা প্রদান করা হয়। এছাড়া ৪৬৭টি হাঁসকে ডাকপ্লেগ এবং ৫৬৮টি মুরগীকে আরডিভি ও ১৬৫টি মুরগীর বাচ্চাকে বিসিআরডিভি টিকা প্রদান করা হয়। উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সহযোগিতায়, আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগ উক্ত টিকাদান কর্মসূচি আয়োজন ও বাস্তবায়ন করছে।

৭.১.১৮ দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ

ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ), কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, "সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ" কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিগত জানুয়ারি হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত কেন্দ্রসমুহে আই জি এ ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত সময়ে ১৩টি ব্যাচে ৩২৫ জন সদস্যকে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন-বসতবাড়িতে বছরব্যাপী শাক-সবজি চাষ, উন্নত পদ্ধতিতে গাভী পালন, আধুনিক পদ্ধতিতে গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগলের বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি পরিচিতি এবং প্রাণিসম্পদের উপর কৃমির ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে সদস্যদের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উত্তর প্রদান করা হয়। ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ), কৃষি উন্নয়ন বিভাগ, রাজশাহী যোনের অন্তর্গত কাফুরিয়ায় অবস্থিত কৃষি ফার্ম এর সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মোঃ খালেদ হোসেন এর পরিচালনায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার ও শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মহোদয়।

৭.২ স্বাস্থ্য

৭.২.১ জানুয়ারি-জুন ২০২৩ এ স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

আইডিএফ ১৯৯৫ সালে পার্বত্য অঞ্চলের দরিদ্র জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ পানি প্রদানের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য কর্মসূচির যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এই কর্মসূচির আওতায় সংস্থা সকল সদস্য ও তাদের পরিবারসহ কমিউনিটি পর্যায়ে সকলের জন্য হেলথ এজেন্ট ও শাখা পর্যায়ে প্যারামেডিক এবং টেলিহেলথ এর মাধ্যমে এমবিবিএস ডাক্তারদের দ্বারা নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে। হিমোফিলিয়া রোগীদের সেবা প্রদানের জন্য চট্টগ্রামে একটি ফিজিওথেরাপী সেন্টার পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও কর্মএলাকায় সংস্থার শাখা অফিসসমূহের সহায়তায় স্বাস্থ্যবিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। বিগত জানুয়ারি-জুন ২০২৩ সময়ে আইডিএফ এর স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় সর্বমোট ১,২৩,০৪৯ জনকে বিভিন্ন ধরণের স্বাস্থসেবা প্রদান, ১৬৩৬ জনকে ৩,৭৫,৪৩১ টাকার বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ এবং ৪৬ জন রোগীকে ৫৬১ টি সেশনের মাধ্যমে ফিজিওথেরাপী সেবা (হিমোফিলিয়া) প্রদান করা হয়। এ সমস্ত সেবাসমূহের বিস্তারিত তথ্য পরিক্রমার শেষ পৃষ্ঠায় দেয়া হয়েছে।

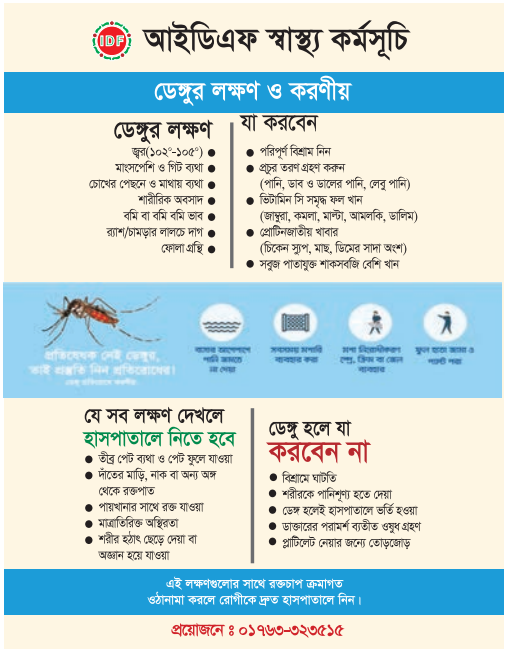

৭.২.২ আইডিএফ স্বাস্থ্য বুলেটিন

পরিক্রমার গত সংখ্যায় আমরা জানিয়েছিলাম যে সাম্প্রতিক কালে স্বাস্থ্য কর্মসূচির কলেবর ও কার্যক্রমের পরিধির ব্যাপ্তি ঘটায় অল্প সময়ে জমে যাওয়া অনেক সংবাদ সঠিক সময়ে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যেই 'আইডিএফ বুলেটিনটি' প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত জুলাই-অক্টোবর ২০২২ এ প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। প্রতি ৪ মাস অন্তর অন্তর প্রকাশিত এই বুলেটিনটির ইতোমধ্যে আরও দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সর্বশেষ সংখ্যায় দেশব্যাপী ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপের কারণে ডেঙ্গু প্রতিরোধে আইডিএফ এর স্বাস্থ্যসেবা, ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ ও করণীয় সম্পর্কে 'লিফলেট' তৈরী ও প্রচার এবং ডেঙ্গু সম্পর্কে একটি বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সংখ্যা দুটিতে নভেম্বর ২০২২ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে আইডিযএফ স্বাস্থ্য কর্মসূচির আওতায় যেসকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে তার বিশদ বর্ণনা আছে। এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে শাখা পর্যায়ে পরিচালিত নানা ধরনের ক্যাম্পের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা যেমন ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্প, মিনি হেলথ ক্যাম্প, টেলি হেলথ ক্যাম্প, গাইনী চিকিৎসা ক্যাম্প ইত্যাদির সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিশদ বর্ণনা আছে। হেলথ সেন্টারসমূহে যে ধরনের সেবা দেওয়া হয় তারও বর্ণনা আছে বুলেটিনে। এ সকল কাযক্রম ছাড়াও কতিপয় বিশেষ কার্যক্রম যা এই সময়ে পরিচালনা করা হয়েছে তার সংবাদও আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পরজীবি গবেষণায় আইডিএফ এর কার্যক্রম, স্তন ক্যান্সার বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠান, মল পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয়, কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ, হুইল চেয়ার বিতরণ ইত্যাদি। বেশ কিছু রোগীর চিকিৎসা সম্পর্কিত 'কেইস স্টাডি'ও সন্নিবেশিত হয়েছে বুলেটিন দুটিতে। এতে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত পুরুষ, মহিলা ও শিশু রোগীর চিকিৎসা ও পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে উঠার ছবিসহ খবর তুলে ধরা হয়েছে।

৭.৩ হালদা সংবাদ

হালদা নদী এ উপমহাদেশের স্বাদু পানির কার্প জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র। একসময় এ নদীতে প্রচুর ডিম পাওয়া গেলেও মনুষ্যসৃষ্ট নানা কারণে ডিমের পরিমাণ অনেক কমে যাচ্ছিল দিনদিন। এ অবস্থায় বিগত ১০ই এপ্রিল, ২০১৬ তারিখ হতে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় 'ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)' "হালদা নদীতে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প হাতে নেয়। এ প্রকল্পে হালদার মা মাছ রক্ষা ও হালদাকে দূষণমুক্ত করার জন্য এলাকার জনগণ, সাংসদ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, মৎস্য বিভাগ, প্রশাসন, সাংবাদিক, স্থানীয় ডিম সংগ্রহকারী, মৎস্যজীবি, কৃষক, ছাত্র-ছাত্রী ও মসজিদের ইমামসহ সবাইকে সম্পৃক্ত করা হয়। এছাড়াও হালদা নদীর উপর গবেষণা করার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে "হালদা নদীর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও হালদা উৎসের পোনার বাজার সম্প্রসারণ" প্রকল্পের আওতায় জানুয়ারি-জুন ২৩ সময়ে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল।

৭.৩.১ শিক্ষার্থীদের নিয়ে হালদা নদী সম্পর্কে স্কুল ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠান

হালদা রক্ষায়, "সব শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে কোমলমতি স্কুল শিক্ষার্থীদের হালদা নদী সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্কুল ক্যাম্পেইন আয়োজন করে আইডিএফ ও পিকেএসএফ। অনুষ্ঠানে হালদা নদীর ইতিহাস, ঐতিহ্য, গুরুত্ব, জাতীয় অর্থনীতিতে এই নদীর ভূমিকার উপর আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা এবং ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। জানুয়ারি-জুন/২০২৩ পর্যন্ত মোট ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (পশ্চিম বিনাজুরি উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ গহিরা খান সাহেব আব্দুল করিম উচ্চ বিদ্যালয়) প্রায় ৬০০ জন স্কুল শিক্ষার্থীকে নিয়ে স্কুল ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানশেষে আইডি-এফ'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও এডভাইজার প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মোট ২০ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

৭.৩.২ হালদা নদী নিয়ে গবেষণারত শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান

বিগত ২৫ জুন ২০২৩, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) প্রতিষ্ঠিত হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে হালদা নদী নিয়ে গবেষণারত শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ'র সহযোগিতায় আইডিএফ ১৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষাবৃত্তির টাকা প্রদান করে। ল্যাবরেটরির কনফারেন্স কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হালদা রিভার রিসার্চ ল্যাবরেটরীর কো-অর্ডিনেটর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মো. মনজুরুল কিবরীয়া। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইডিএফ'র নির্বাহী পরিচালক জনাব জহিরুল আলম। বক্তব্যে তিনি হালদা নদী নিয়ে গবেষণারত বৃত্তিপ্রাপ্ত চবি শিক্ষার্থীরা নদী রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন হালদা নদী রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী ও আইডিএফ'র গভর্নিং বডির সদস্য হোসনে আরা বেগম।

৭.৩.৩ মাটির কুয়ায় হ্যাচিং প্লট সম্প্রসারণ

হালদা নদী থেকে ডিম আহরণ, আহরিত ডিম থেকে রেণু উৎপাদন এবং পরিচর্যা প্রযুক্তি স্থানীয়দের সম্পূর্ণ নিজস্ব (Indigenous)। স্মরণাতীতকাল থেকে ধর্মীয় অনুভূতি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সংমিশ্রণে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিম আহরণ, আহরিত ডিম থেকে রেণু উৎপাদন করে আসছে। ডিম সংগ্রহকারীরা নদীর পাড়ে খননকৃত মাটির কুয়ায় ডিম পরিস্ফুটন করে এবং চারদিন লালন করে রেণু পোনা তৈরি করে। স্থানীয় এই প্রযুক্তিকে সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ ও আইডিএফ'র সহযোগিতায় হালদা নদীর দুই পাড়ে ৩০ জন ডিম সংগ্রহকারীদের মে/২০২৩ মাসে ১৫০,০০০ টাকার অনুদান প্রদান করা হয়। ফলে ডিম সংগ্রহকারীরা তাদের ৭৮টি মাটির কুয়া সংস্কার করেছে এবং ২০২৩ সালে ৩৬৩০ কেজি ডিম মাটির কুয়াতে হ্যাচিং করে ৪৭ কেজি ২০০ গ্রাম রেণু উৎপাদন করে। যার বাজার মূল্য (প্রতি কেজি ৬০ হাজার টাকা হিসাবে) প্রায় ২৮৩,২০০ হাজার টাকা; যা ডিম সংগ্রহকারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৭.৩.৪ তামাকচাষীদের বিকল্প জীবিকায়নে উচ্চমূল্যের ফল ও ফসলের চারা বিতরণ

তামাক চাষের পরিবর্তে ফল বাগান গড়ে তোলা, উচ্চমূল্যের মালচিং পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন তরমুজ, নিরাপদ সবজি এবং মসলা চাষের মাধ্যমে বিকল্প আয় নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে হালদা নদীর উজানে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়িতে সবজি বীজ ও চারা বিতরণ করা হয়। পিকেএসএফ ও আইডিএফ'র সহযোগিতায় ৪০ জন কৃষককে তামাক চাষ না করার শর্তে উক্ত উপকরণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। ১০ জন কৃষককে মালচিং পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষের জন্য মালচিং পেপার, সার ও তরমুজের বীজ প্রদান করা হয়। এছাড়া ২০ জন কৃষককে বিভিন্ন ফলদ চারা (আম্রপালি, পেয়ারা, কাশ্মীরি বড়ই, বেল ও মাল্টা) এবং গোল মরিচের চারা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ১০ জন কৃষককে নিরাপদ উপায়ে সবজি চাষের জন্য পটল, লাউ, বেগুনের বীজ ও সার প্রদান করা হয়। চারা বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আন-নূর, মানিকছড়ি শাখা ব্যবস্থাপক ইকবাল হোসেন, এভিসিএফ মোঃ রুবেল হোসেন ও স্থানীয় ওয়ার্ড মেম্বার প্রমুখ।

৭.৩.৫ স্পিড বোট এর মাধ্যমে অভিযান কার্যক্রম

হালদা নদীর কার্প জাতীয় মাছ ও ডলফিন রক্ষায় অবৈধ মৎস্য শিকার ও ইঞ্জিনচালিত নৌযান দমনে আইডিএফ স্পিড বোট ও পাহাড়াদারের সাহায্যে সার্বক্ষণিকভাবে স্থানীয় প্রশাসন ও মৎস্য অধিদপ্তরকে হালদা নদীতে অভিযান পরিচালনা করায় সহযোগিতা দিয়ে আসছে। চলতি বছরে জানুয়ারি-জুন/২৩ পর্যন্ত ৬ মাসে মোট ১৫টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত অভিযানের মাধ্যমে ৭০০০ মিটার বিভিন্ন ধরনের জাল, ১টি ইঞ্জিনচালিত বালুবাহী নৌকাসহ মাছ শিকারের বিভিন্ন সরঞ্জামাদি জব্দ করা হয়। বিগত ৬ মাসে উক্ত অভিযানে জ্বালানী ব্যয় হয়েছে ১,৩০,০৬১ টাকা। ২০১৮ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট ৩৬২টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এসকল অভিযান থেকে মোট ৪০৫৮৫০ মিটার বিভিন্ন ধরনের জাল, ৫৬টি বিভিন্ন ধরনের ইঞ্জিনচালিত নৌকা, ১৪২টি বড়শিসহ মাছ শিকারের সরঞ্জামাদি জব্দ করা হয়েছে। ফলাফলস্বরূপ হালদা নদী হতে কার্প জাতীয় মাছের ডিম সংগ্রহ ও রেণু উৎপাদন বেড়েছে। জুন ২০২৩ মাসে ডিম সংগ্রহকারীরা ২২ হাজারেরও অধিক ডিম সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে।

৭.৪ আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালিবাউস মাছের অন্যতম প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদীর বিশুদ্ধ পোনা (রেণু, ধানী, আঙ্গুলে পোনা) ও উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ২০২১ সালে আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার বিনাজুরী গ্রামে হালদা নদীর পাড়ে স্থাপন করা হয়। যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদনের মাধ্যমে হালদা নদী পাড়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ডিম সংগ্রহ, পোনা ও মাছ উৎপাদনে সেবা প্রদান করা এবং দেশের সর্বস্তরে হালদার পোনা/মাছের ব্র্যান্ডিং এবং হালদা নদীর প্রজননক্ষেত্র উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। ৬ একর বিশিষ্ট উক্ত কেন্দ্রে ২১০০ বর্গফুটের ১টি হ্যাচারি শেড, গভীর নলকূপসহ ২০,৫০০ লিটার পানি ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সুউচ্চ ১টি ওভারহেড ট্যাঙ্ক, ১২টি স্থানীয় পদ্ধতিতে ডিম ফুটানোর মাটির কুয়া, ৫টি মাছ চাষের পুকুর, ১টি অফিস রুম, ১টি স্টাফ ডরমেটরী ও গবেষণার সরঞ্জামাদি সংরক্ষণের জন্য ১টি স্টোররুম এবং বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণাধীন রয়েছে।

এছাড়া ১টি সিসি ক্যামেরা কন্ট্রোল রুম রয়েছে যার মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা প্রায় ১৫ কি.মি নদীর গুরুত্বপূর্ণ ব্রুড মাছের বিচরণ স্থানগুলো ৮টি সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটর করা হচ্ছে। এছাড়াও হালদা নদীতে মাছ শিকারের অবৈধ জাল উদ্ধারের জন্য ৪০ হর্স পাওয়ার সম্পন্ন ১টি স্পীড বোট ও নদী পারাপারসহ বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য ১টি সোলার বোট রয়েছে। আইডিএফ হালদা মৎস্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ইতোমধ্যে স্থানীয় ডিম সংগ্রহকারী ও মৎস্য চাষীদের আধুনিক প্রযুক্তিতে রেণু উৎপাদনে প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উপকরণ সহযোগিতার মাধ্যমে হালদা নদীর বিশুদ্ধ পোনা বাজারজ-াতকরণে দেশব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করেছে। বর্তমানে স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর ও মৎস্য হ্যাচারি সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কার্যক্রম অত্যন্ত সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে জুন/২৩ পর্যন্ত বিগত ৬ মাসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল।

৭.৪.১ বিশুদ্ধ রেণু পোনা উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

হালদা নদীর বিশুদ্ধ পোনার ব্র্যান্ডিং নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডিমসংগ্রহকারী ও ক্রেতাদের সাথে আলোচনা ও মতবিনিময় করা হয় এবং ব্যানার, ফেস্টুন ও অনলাইনে প্রচার করা হয়। এবছর ৮টি গ্রুপে ৪০ জন নির্বাচিত ডিম সংগ্রহকারী প্রায় ১৩০০ কেজি ডিম থেকে আইডিএফ হ্যাচারিতে অত্যন্ত সফলতার সাথে ১৮.৫ কেজি রেণু উৎপাদন করেন। সঠিক ওজনে শতভাগ বিশুদ্ধ এই ১৮.৫ কেজি রেণু পোনা ২৩ জন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করা হয়, যার বাজার মূল্য ছিল ১২,৪৮,৩০০ টাকা।

৭.৪.২ হালদা নদীর পানি ব্যবহার করে রেণু উৎপাদনে লবনাক্ততার প্রভাব পরীক্ষাকরণ

বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনে হালদা নদীতে দিনে দিনে লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে মাছের প্রজননসহ স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়। এমতাবস্থায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের গবেষকবৃন্দ আইডিএফ হালদা মৎস্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে হালদা নদীর পানির সাথে লবণের মাত্রা যুক্ত করে ডিমের হ্যাচিং ও রেণুর বেঁচে থাকার হারের উপর একটি গবেষণা পরিচালনা করেন।

৭.৪.৩ পোনার বৃদ্ধি ও মৃত্যুর হার নির্ণয়ে গবেষণা কার্যক্রম

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, প্রাকৃতিক উৎসের হালদা নদীর ডিম থেকে উৎপাদিত অন্তঃপ্রজননমুক্ত পোনা যা খুব দ্রুত বর্ধনশীল এবং অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমত-াসম্পন্ন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে তুলনামূলক গবেষণা না হওয়ায় বর্তমানে পিকেএসএ-ফ'র সহযোগিতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের হালদা রিভার রিসার্স ল্যাবেরেটরির গবেষকবৃন্দ আইডিএফ হালদা মৎস্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত হালদা নদীর পোনার সাথে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনার তুলনামূলক বৃদ্ধি ও মৃত্যুর হার নির্ণয়ে গবেষণা কার্যক্রমটি শুরু করেছে। বর্তমানে চলমান আছে।

৭.৪.৪ ডিম সংগ্রহকারীদের সাথে মতবিনিময় সভা

হালদা নদীর কার্প জাতীয় মাছের প্রজনন মৌসুমে জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব ও নদীর পরিবেশ উন্নয়নে আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিগত ১৩ জুন ২০২৩ তারিখে ডিম সংগ্রহকারীদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগের প্রফেসর ড. নির্মল চন্দ্র রায়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মোঃ মনজুরুল কিবরীয়া, মৎস্য অধিদপ্তরের সাবেক উপ-পরিচালক ড. মোঃ আব্দুস সাত্তার এবং কৃষিবিদ গ্রুপের এমডি মোঃ আলমগীর এবং পিএইচডি ফেলো কাজী রাবেয়া আক্তার প্রমুখ।

৭.৪.৫ আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের মাস্টার্স শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফর

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের মাস্টার্স শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে বিগত ১২ জুন ২০২৩ তারিখে হালদা নদীর পরিবেশ, ডিম সংগ্রহের পদ্ধতি ও ডিম পরিস্ফুটনের কলাকৌশলের বিষয়াদি সরেজমিনে গবেষণার জন্য আসেন আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। সেখানে তাদের সাথে আলোচনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ মনজুরুল কিবরীয়া ও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ।

৭.৪.৬ নিরাপদ কৃষিজ ফসল উৎপাদন

আইডিএফ হালদা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিরাপদভাবে উৎপাদিত হচ্ছে পেঁপে, লেবু, মরিচ ও বিভিন্ন সবজি যেমন: বরবটি, শিম, কুমড়া, লাউ, পুঁইশাক ইত্যাদি। এছাড়া রোপণ করা হয়েছে হরেক রকমের ফলজ চারা ও বাহারী ফুলের গাছ।

৭.৫ সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি

সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচি হল আইডিএফ এর অন্যতম পরিকল্পিত এবং বিন্যস্ত একটি কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌত, পরিবেশগত বিসয়সহ গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গের সাথে অর্থায়নের যথাযথ সমন্বয় রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় আইডিএফ বিগত ২০১২ সাল থেকে সমৃদ্ধি ও ২০১৬ সাল থেকে প্রবীণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। আইডিএফ বর্তমানে ওয়াগ্গা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর ইউনিয়নে সমৃদ্ধি এবং ওয়াগ্গা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর, রাইখালী, কধুরখীল ও হাটহাজারী ইউনিয়নে প্রবীণ কর্মসূচির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচিতে বিগত জানুয়ারি-জুন ২০২৩ সময়ে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হল।

৭.৫.১ সাধারণ স্বাস্থ্য ক্যাম্প

স্বাস্থ্যসেবাকে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দৌরগোরায় নিয়ে যাওয়াই হল স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মূল কাজ। এরই ধারাবাহিকতায় আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় দিনব্যাপী ফ্রি স্বাস্থ্যক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে দুইজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা স্বাস্থ্য পরামর্শের পাশাপাশি ফ্রি ঔষধ বিতরণ করা হয়। এই অর্থবছরে ওয়াগ্গা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর সমৃদ্ধি ইউনিটে ৮টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় এবং ১,৬২৮ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা এবং ঔষধ প্রদান করা হয়।

৭.৫.২ স্ট্যাটিক ক্লিনিক

স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মূল কাজ হল ক্লিনিক বা হাসপাতাল থেকে দূরে বসবাসরত রোগীদের সেবা প্রদান করা। হতদরিদ্র, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত মানুষ যারা টাকার অভাবে/অসচেতনতার কারণে উপজেলা অথবা জেলা পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারে না তারাই প্রধানত এখানকার সেবা গ্রহণকারী। প্রতিদিন বিকাল ৩.০০ ঘটিকা হতে ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত এই ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি স্ট্যাটিক ক্লিনিকে ১ জন সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং ২-৩ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক উপস্থিত থাকেন। স্ট্যাটিক ক্লিনিকে সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে মহিলা ও শিশু রোগী বেশী। জানুয়ারি হতে জুন'২৩ এই ৬ মাসে সমৃদ্ধির ৪টি ইউনিটে ৫৭৭ টি স্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যমে ৫,১০৭ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়।

৭.৫.৩ স্যাটেলাইট ক্লিনিক

স্যাটেলাইট ক্লিনিক হল ভ্রাম্যমান চিকিৎসা কেন্দ্র যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীদের সেবা প্রদান করা হয়। একজন এমবিবিএস ডাক্তার এ ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। স্ট্যাটিক ক্লিনিকের তালিকাভূক্ত রোগীসহ সব ধরণের রোগীর চিকিৎসা সেবা স্যাটেলাইট ক্লিনিকে প্রদান করা হয়। সমৃদ্ধিভুক্ত ৪টি ইউনিয়নে ১০৮ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ৩,৬৪৯ জন রোগীকে এবং প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ৩টি ইউনিয়নে ৩৬টি স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে ১৯২০ জন রোগীকে বিনা মূল্যে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

৭.৫.৪ চক্ষু ক্যাম্প ও ছানি অপারেশন

আইডিএফ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন ইউনিয়নসমূহে পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ৪টি ফ্রি চক্ষু ক্যাম্প ও প্রবীণ কর্মসূচির আওতাধীন ইউনিয়ন সমূহে ৩টি ফ্রি চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। চট্টগ্রাম লায়ন্স হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা রোগীদের চক্ষু সেবা ও ঔষুধ বিতরণ করা হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন ৪টি ইউনিয়নে মোট ৬৩৩ জন রোগীকে চক্ষু সেবা প্রদান করা হয়, এর মধ্যে ৯৫ জনকে ছানী অপারেশনের করানো হয়। আইডিএফ এর প্রবীণ কর্মসূচির আওতাধীন ইউনিয়ন সমূহে মোট ২৬৪ জন রোগীকে চক্ষু সেবা প্রদান করা হয়, এর মধ্যে ২৮ জনকে ছানী অপারেশনের করানো হয়।

৭.৫.৫ জাতীয় পরিবেশ দিবস উদযাপন

বিগত ৬ই জুন ২০২৩ তারিখ আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন ওয়াপ্পা, সাতকানিয়া, সুয়ালক ও কদলপুর ইউনিয়নে জাতীয় পরিবেশ দিবস ২০২৩ উদযাপন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করে যুব সদস্যবৃন্দ। যুবরা আলোচনা সভা ও র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে।

৭.৫.৬ আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন সমৃদ্ধি ঋণীদের আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন বিষয়ে (যেমনঃ গবাদি পশু, হাসঁমুরগী পালন এবং পরিচর্যা, মাচাঁ পদ্ধতিতে ছাগল পালন ও মাঠ পর্যায়ে বেড় তৈরি ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৭টি ব্যাচে সমৃদ্ধির আওতাধীন ৪টি ইউনিয়নের মোট ১৭৫ জন ঋণী সদস্য এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

৭.৫.৭ শিক্ষক ও সেবিকা প্রশিক্ষণ

সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষকদের জন্য ২দিন ব্যাপী বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অভিজ্ঞ মাষ্টার ট্রেইনার দ্বারা এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। ৪টি ইউনিয়নের ১৪১টি স্কুলের ১৪১ জন শিক্ষক এতে অংশগ্রহণ করেন। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল 'স্বাস্থ্য কার্যক্রম'। সেবিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২দিনব্যাপী "স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক" প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচির ৪টি ইউনিটের ৩৭ জন সেবিকা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে সেবিকাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

৭.৫.৮ পরিপোষক ভাতা ও মৃত সৎকার ভাতা প্রদান

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় প্রবীণদের পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়। তবে এই ভাতা প্রদান করা হয় যাদের বয়স ৬০ বছরের উপরে এবং যারা অসহায় ও সরকারি বয়স্ক ভাতা পায় না। এই অর্থবছরে প্রবীণ কর্মসূচির ৪টি ইউনিটের মাধ্যমে ১২০ জন নারী ও ২১৭ জন পুরুষকে ১০,১১,০০০/- টাকা পরিপোষক ভাতা বাবদ প্রদান করা হয়। এছাড়াও আর্থিক-ভাবে অসচ্ছল কোন প্রবীণ সদস্য মৃত্যুবরণ করলে, তার মৃত দেহের দাফন-কাফন/সৎকারের জন্য এই কর্মসূচির মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ২০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। এই অর্থবছরে প্রবীণ কর্মসূচির মাধ্যমে ২৬ জনকে মৃত সৎকার ভাতা বাবদ ৫২,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়।

৭.৫.৯ সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম

আইডিএফ সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতাধীন ৪ টি ইউনিয়নে ও আইডিএফ প্রবীণ কর্মসূচির আওতাধীন ৭ টি ইউনিয়নে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ, যুব ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সমৃদ্ধি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দ। প্রবীণ কর্মসূচির আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রবীণ ওর্য়াড ও ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্যবৃন্দ। প্রতিযোগীবৃন্দ বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও নবীণ-প্রবীণ ফুটবল ম্যাচ এবং প্রবীণ ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

৭.৫.১০ সহায়ক সামগ্রী হুইল চেয়ার বিতরণ

আইডিএফ এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন ৭ টি ইউনিয়নে ২৮ জন প্রবীণকে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়।

৭.৫.১১ শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা

আইডিএফ এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাধীন ৭ টি ইউনিয়নের ৩৫ জন প্রবীণকে শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও ৩৫ জন সন্তানকে শ্রেষ্ঠ সন্তানের সম্মাননা প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন কমিটি দ্বারা যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত সম্মাননা প্রদান করা হয়।

৭.৬ কৈশোর কর্মসূচি

মেধা ও মননে সুন্দর আগামীকে উপলক্ষ্য করে আইডিএফ-পিকেএসএফ এর সমন্বয়ে ২০১৯ হতে সফলতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে আইডিএফ কৈশোর কর্মসূচি। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো: ১০ থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত কিশোর কিশোরীদের ক্লাব গঠনের মাধ্যমে দলগত করে দেশ ও জাতির উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার জন্য শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রস্তুত করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কৈশোর কর্মসূচি কার্যক্রমটি নতুন এক বিপ্লব এর জন্ম দেয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্লাব ও স্বল্প সদস্য নিয়ে পরিচালিত কার্যক্রমকে পুরো উপজেলার মধ্যে ছড়িয়ে উপজেলা পর্যায়ে বিস্তার লাভ করে। আইডিএফ বর্তমানে সাতকানিয়া, বোয়ালখালী, রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা, বান্দরবান সদর উপজেলা এই ৪টি ক্লাস্টারের ৩৬টি ইউনিয়নে ৬৩৬টি ক্লাবের ৯১৪২ জন কিশোর ও ৯৭৮২ জন কিশোরীসহ মোট ১৮৯২৪ জন কিশোর কিশোরী নিয়ে বিষদভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। মেধা ও মননে সুন্দর আগামী গড়ার প্রত্যয়ে বর্তমানে নিম্নে বর্ণিত তিনটি ধাপে কৈশোর কর্মসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক) সামাজিক ও স্বাস্থ্য সচেতনতা, নেতৃত্ব বিকাশ ও সফট স্কীল উন্নয়ন

এই কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিটি ক্লাবের স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। তাদের ওজন উচ্চতা নির্ণয়, ডায়াবেটিস, প্রেসার ও জ্বর মাপার প্রশিক্ষণ, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান, প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মূল্যবোধ ও নেতৃত্ব বিকাশ মূলক প্রশিক্ষণ, সফটস্কীল উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনকে আরো আধুনিক ও উন্নয়নশীল করতে সহায়তা করে। একটি ইউনিয়নের ১৮ টি কিশোর কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে প্রতি মাসে একটি করে সেশন পরিচালনা করা হয় এবং পরবর্তীতে উপজেলাওয়ারী মেন্টরদের নিয়ে নেতৃত্ব উন্নয়ন ও দক্ষতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

খ) সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড

ক্লাবের সদস্যদের সৃজনশীল উন্নয়ন ও পরিবর্তন আনতে জানুয়ারি-জুন ২০২৩ সময়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচির আওতায় প্রথমে ইউনিয়ন পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে উপজেলা পর্যায়ে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হয়। প্রতিযোগীদের উৎসাহী করার জন্য ইউনিয়ন ও উপজেলা দুই পর্যায়েই পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ ছিল: ফুটবল, আর্ম রেসলিং, দাবা, চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি ও মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা।

গ) সমন্বয়, উন্নয়ন ও অনান্য

ক্লাবের সদস্যদের নেতৃত্ব, ঐক্যতা ও ক্লাবের সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতি মাসে ক্লাব মেন্টরদের নিয়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বয় সভা ও উপজেলা পর্যায়ে সমন্বয় সভা পরিচালনা করা হয়। সভাসমূহে ক্লাব মেন্টর, সদস্য, মেম্বার, চেয়ারম্যান ও এলাকার গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গও উপস্থিত থাকেন।

৭.৭ সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) চট্টগ্রাম জেলার অর্ন্তগত পটিয়া, আনোয়ারা ও চন্দনাইশ-এই ৩ টি উপজেলায় সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) নিয়ে কাজ করছে ২০২১ সাল থেকে। এ সকল এলাকা দুগ্ধ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত হলেও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খুবই অসচেতন। এইসকল খামারিদের বিভিন্ন কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের পরিবেশগতভাবে টেকসই প্রযুক্তির অনুশীলন ও পরিবেশবান্ধব কার্যক্রমের মাধ্যমে দুগ্ধ খামার পরিচালনা করা ও দুধের প্রক্রিয়াজাতকরার ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়াই এসইপির প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়াও প্রকল্পের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন অনুশীলন এবং নিরাপদ দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা, দুগ্ধ ক্লাস্টারে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতি, খামারে পশু মৃত্যু এবং অসুস্থতার হার হ্রাস করা, ক্লাস্টারে পরিবেশগত বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পজুড়ে প্রচুর কাজ করা হয়। যেমন: গোবর সংরক্ষণাগার তৈরি, গোবর সার তৈরী, ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, গরু উঠানামার জন্য হাটে র‍্যাম্প তৈরি, বিভিন্ন কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণের আয়োজন করা, পশু চিকিৎসা এবং টিকা দেয়া, হাতেকলমে দুধ থেকে অন্যান্য পণ্য তৈরি করে বিক্রি করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করা হয়। পরিক্রমার এ সংখ্যায় এসইপি প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রমের সংবাদ তুলে ধরা হল।

৭.৭.১ গোবর সংরক্ষণাগার এবং ওয়েট মেশিন বিতরণ

আইডিএফ এসইপির আওতায় খামারিদের সুবিধার্থে গত ৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ হতে মোট ৪ টি গোবর সংরক্ষণাগার তৈরির কার্যক্রম শুরু করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের সূচনা-লগ্নে যোনাল ম্যানেজার জনাব শাহ আলম, এরিয়া ম্যানেজার জনাব তৌহিদুল হক, প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ সহ প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ জড়িত ছিলেন। উল্লেখ্য এসইপির আওতায় সর্বমোট ৫ টি গোবর সংরক্ষণাগার তৈরি করা হয় এবং এই ৫ টি গোবর সংরক্ষণাগারে ৫ টি ওয়েট মেশিন প্রদান করা হয়; যাতে করে কি পরিমাণ গোবর সংরক্ষিত এবং ব্যবহৃত হচ্ছে তার হিসেব রাখতে সুবিধা হয়।

৭.৭.২ আইডিএফ এসইপির আওতায় কর্ণফুলীতে ড্রেনেজ প্রতিষ্ঠা

গরু পালনে লাভবান হওয়ার জন্য যথাযথভাবে খামার ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি খামার মানসম্মতভাবে, সঠিক উপায়ে, লাভজনকভাবে এবং সফলতার সঙ্গে পরিচালনা করার নামই খামার ব্যবস্থাপনা। খামার ব্যবস্থাপনায় যেসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো বর্জ্য ব্যবস্থপনা। আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত "সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)" এর আওতায় চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলার শিকলবাহা ইউনিয়ন এলাকার খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ১৮০ ফুট, ২৫০ ফুট ও ৩৩০ ফুট দীর্ঘ ৩ টি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ড্রেন নির্মাণের ফলে এলাকায় খামারের বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। এলাকায় ৬০ জন খামারী তাদের বর্জ্য নিষ্কাশনের সুবিধা পাচ্ছে এবং এলাকায় পরিবেশগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

৭.৭.৩ বাগিচাহাট এবং থানাহাটে গরুর র‍্যাম্প তৈরি

বড় বড় হাটগুলোতে গরু ছাগল উঠানামা করানোর জন্য প্রতিনিয়তই ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয়। আবার অনেকসময় গরু ছাগলের পা ভেঙে যায়। এসকল সমস্যার কথা বিবেচনা করে আইডিএফ এসইপির পক্ষ থেকে গত ৪ এপ্রিল ২০২৩ হতে কার্যক্রম শুরু করে দুটি গরুর হাটে ২ টি র‍্যাম্প তৈরি করে দেয়া হয়। র‍্যাম্পগুলো পটিয়া উপজেলার থানারহাটে ও চন্দনাইশ উপজেলার বাগিচাহাটে তৈরি করা হয়। প্রতি হাট বারেই প্রায় ৫০০ টি পশু উঠানামা করানোর কাজে র‍্যাম্প দুটি ব্যবহৃত হয়। এতে করে দুই উপজে-লাসহ অন্যান্য শত শত খামারিরা সুবিধা পাচ্ছে। র‍্যাম্প ব্যবস্থাপনায় বাজার কমিটি এবং মেয়র সরাসরি যুক্ত থাকেন। র‍্যাম্প তৈরির সার্বিক কাজ তত্ত্বাবধান করেন সংস্থার যোনাল ম্যানেজার জনাব শাহ আলম এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ।

৭.৭.৪ ব্যবসা ও পণ্য সনদ বিষয়ে কর্মশালা

আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত "সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)" এর আওতায় চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী, পটিয়া, চন্দনাইশ, আনোয়ারা উপজেলায় জানুয়ারি ২০২৩ থেকে মোট ৪০০ জন খামারিকে ব্যবসা সনদ এবং পণ্য সনদের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। খামারিরা গাভী/ষাড় পালনের পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা নিজেদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলেছেন এবং সফলতার সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খামারিরা কাঁচা দুধ বিক্রির পাশাপাশি দুগ্ধজাত প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত পণ্যতে বিশ্বাস স্থাপন করছেন। যার ফলে তারা দই, মাঠা, ঘি, চীজ তৈরীতে অবদান রাখছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খামারিরা সফলতার পাশাপাশি যুগের সাথেও তাল মিলিয়ে চলেছেন, ট্রেড লাইসেন্স, নিরাপদ দুধ দহন, নিরাপদ পণ্য উৎপাদনে সকল করণীয় ধাপসমূহ, বিএসটিআই সম্পর্কিত বিষয়াদি জানছেন এবং প্রয়োগ করে নিজেদের খামারে এবং জীবন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছেন।

৭.৭.৫ পরিবেশ রক্ষায় পরিবেশ দিবস পালন

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ডেইরি জোন কর্ণফুলীতে আইডিএফ এর সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি) এর আওতায় খামারিদের নিয়ে বিভিন্ন পরিবেশ ক্লাব গঠন করা হয়েছে। কর্ণফুলী পরিবেশ ক্লাবের তত্ত্বাবধানে ৫ জুন ২০২৩ বিশ্ব পরিবেশ দিবসক উদযাপনের লক্ষ্যে আব্দুল জলিল চৌধুরী বহুমুখী (কৃষি) উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে "বৈশ্বিক উষ্ণতা" বিষয়ে একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের এবং অংশগ্রহণকারী সকলকেই গাছ উপহার দেয়া হয়। উপস্থিত সকলে বছরে অন্তত ১টি গাছ লাগানোর প্রতিজ্ঞা করেন এবং অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করেন। দৃষ্টিনন্দন র‍্যালী এবং বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব জিল্লুর রহমান (সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা), সভাপতি হিসেবে এরিয়া ম্যানেজার জনাব মোঃ তৌহিদুল হক, বিশেষ অতিথি মিলন কান্তি দাশ (প্রধান শিক্ষক-আব্দুল জলিল চৌধুরী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়), এসইপি প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ ছাড়াও অন্যান্য প্রকল্প কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

৭.৭.৬ পরিবেশ ক্লাব গঠন এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বিগত ২৪ জুন ২০২৩ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলার খামারিদের নিয়ে 'আনোয়ারা পরিবেশ ক্লাব' গঠন করা হয়। ক্লাবের উদ্যোগে আয়েজিত বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ বিতরণ কমসূর্চির উদ্বোধন করেন আইডিএফ এর পরিবেশ কর্মকর্তা মো. সাহাজুল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংস্থার অন্যান্য কর্মকর্তা এবং পরিবেশ ক্লাবের প্রতিনিধি ও সদস্যরা। উদ্বোধনকালে জলবায়ু পরিবর্তন ও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন মোঃ সাহাজুল ইসলাম। এ সময় খামার পর্যায়ে পরিবেশ রক্ষার্থে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব নিয়েও কথা বলেন তিনি। পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্লাস্টিক ব্যবহারে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এসইপি প্রকল্পের আওতায় ৩০ জন পরিবেশ ক্লাব সদস্যের বাড়ির আশপাশে ও মসজিদের আঙ্গিনায় ৫০টি গাছের চারা রোপণ ও রোপণের জন্য বিতরণ করা হয়।

৭.৭.৭ পরিবেশ বান্ধব গরুর শেড উন্নয়ন

পরিবেশ বান্ধব গরুর শেডের উদ্দেশ্য হল গোয়ালঘরে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা, যা পশুদের স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে এবং মাংস ও দুধের গুণমান উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। আইডিএফ এর এসইপি প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী, পটিয়া, চন্দনাইশ উপজেলার মোট ৬৯ জন খামারিকে টিন, ফ্লোরমেট, এলইডি বাল্ব, জিরোনেট, কনসুলেটর, ফাস্ট এইড বক্স, সাইনবোর্ড, গাম্বুট, ডাস্টবিন এ ধরনের পরিবেশবান্ধব দ্রব্যাদি বিতরণ করে তাদের গরুর শেড উন্নয়ন করা হয়েছে। ফলে খামার ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন এবং এলাকায় পরিবেশগত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

৭.৮ সেমিনার ও পরিদর্শন

৭.৮.১ RAISE Project এর আওতায় মাস্টারক্রাফটস্ (গুরু) ওরিয়েন্টেশন

দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে কুটির, অতিক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি তথা অপ্রতিষ্ঠানিক খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। দেশের মোট কর্মসংস্থানে এ খাতের অবদান প্রায় ৮৬%। কোভিড-১৯ এর সংক্রমন জনিত কারণে দেশের সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত খাত হলো অপ্রতিষ্ঠানিক খাত। এক্ষেত্রে, Recovery And Advancement of Informal Sector Employment (RAISE)- প্রকল্পটি, উক্ত খাতের পুনরুদ্ধার ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। এই প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো, গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে স্বল্প আয়ভূক্ত পরিবারের বেকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা যাতে তারা শ্রম বাজারে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে ও আত্ম কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নতুন উদ্যোগ তৈরি করতে পারে।

পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় আইডিএফ RAISE- প্রকল্পের আওতায় গত ২০-২১ মে ২০২৩ তারিখে মাস্টারক্রাফটস্ (গুরু) দের নিয়ে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করে। উক্ত ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের ২১ জন মাস্টারক্রাফটস্ (গুরু) ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, জনাব প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী, ফাউন্ডার মেম্বার (আইডিএফ), জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, কো-অর্ডিনেটর (এইচআর এ্যান্ড ট্রেনিং) আইডিএফ, জনাব রাহেনা বেগম (সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অর্ডিনেটর) আইডিএফ, জনাব মোহাম্মদ শাহ্ আলম (যোনাল ম্যানেজার) আইডিএফ, জনাব মোঃ আশিকুর রহমান (কেইস ম্যানেজমেন্ট অফিসার) RAISE এবং জনাব দেবব্রত ঘোষ (লাইফ স্কিলস্ এ্যান্ড এন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট) RAISE.

দুইদিনব্যাপী এ ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী মাস্টারক্রাফটস্দের উদ্যোগের ধরণ, উদ্যোগের স্থান, উদ্যোক্তা হিসাবে তাদের অভিজ্ঞতার বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন, RAISE- প্রকল্পের পটভূমি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও Componant নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে দিনব্যাপী বিস্তারিত আলোচনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের পক্ষ থেকে শিক্ষানবিশ (শিষ্য) ও মাস্টারক্রাফটস্ (গুরু) কার্যক্রমের লক্ষ্য, গুরুত্ব, ইতিবাচক ফলাফল, শিষ্যের প্রতি গুরুর দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়ক গাইডলাইন, পেশাগত দক্ষতা, পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, শিষ্যদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থার ক্ষেত্রে গুরুর ভুমিকা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনার শেষে গুরুদের কাছে ওরিয়েন্টেশন বিষয়ে তাদের মতামত জানতে চাইলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে তারা বলেন, শিষ্যদের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা অনেক বেড়ে গেছে। তারা শিষ্যদের দক্ষ করে গড়ে তুলে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন।

ওরিয়েন্টেশনে আইডিএফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা মূলক, মোটিভেশনাল ও জ্ঞানদীপ্ত আলোচনা করেন। এরপর প্রশ্ন-উত্তর এবং সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পরিশেষে জনাব প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী অংশগ্রহণকারী মাস্টারক্রাফটস্দের মধ্যে আইডিএফ এর পক্ষ থেকে কিছু উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন। আইডিএফ এর চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিসে আয়োজিত মাস্টারক্রাফটস্ (গুরু) দের নিয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, রেইজ প্রকল্পের গুরু-শিষ্য কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নে অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলেই উপস্থিত সকলে মনে করেন।

৭.৮.২ "লামা উপজেলার অতিদরিদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ- প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার অতিদরিদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের আয় বৃদ্ধি" শীর্ষক ভ্যালুচেইন উপ- প্রকল্পের আওতায় সরই ইউনিয়নের নতুন পাড়া তথা লাংকম, জয়চন্দ্র ও রেংয়েন পাড়ায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পিকেএসএফ এর সম্মানিত অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের গত ১১/০৫/২০২৩ ইং তারিখ উক্ত প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত ন্যাচারোপ্যাথ ডা. মুজিবুর রহমান, আইডিএফ এর মাননীয় উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন এবং আইডিএফ ও প্রকল্পের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রকল্প পরিদর্শন শেষে অতিথিবৃন্দ পাড়াবাসীদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।

৭.৮.৩ নেপালি টীমের আইডিএফ কার্যক্রম পরিদর্শন

নেপালের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মীগণ বিগত কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান সমুহের কার্যক্রমের উপর অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে আইডিএফ এর মাধ্যমে এক্সপোজার ভিজিটে আসছেন। তারই ধারাবাহিকতায় বিগত জানুয়ারি-জুন ২০২৩ সময়ে নেপালের ৩টি ক্ষুদ্রঋণ সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে ৫টি ব্যাচে ৫৪ জন প্রতিনিধি বাংলাদেশে আসেন এবং আইডিএফসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উপর, বিশেষ করে আইডিএফ এর সকল কার্যক্রমের বিষয়ে তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রত্যেকটি ব্যাচের অংশগ্রহণকারীদের পরে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার অঞ্চল পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। বাংলাদেশে অবস্থানকালীন তাঁরা আইডিএফ, গ্রামীণ ব্যাংক ও অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ কার্যক্রম সরেজমিনে অবলোকন করেন। আইডিএফ কর্তৃক পরিচালিত সমৃদ্ধি কার্যক্রম, আগত অতিথিদের নতুনভাবে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বাইরে সদস্যদের জীবনমানের উন্নয়ন সম্পর্কে ভাবতে বিশেষ ভূমিকা রাখে ও তাঁরা এ কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। উল্লেখিত সকল টীমের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আশরাফুল ইসলাম ও ফ্যাসিলিটেটর হিসাবে জনাব মাকসুদুর রহমান।

৭.৯ অন্যান্য

৭.৯.১ ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং এবং ই-কমার্স ভিত্তিক বিপণন বিষয়ক উপ-প্রকল্প এর আওতায় উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় PACE প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগে উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং এবং ই-কমার্স ভিত্তিক বিপণন বিষয়ক উপ-প্রকল্প এর আওতায় উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ গত ১৭ জুন ২০২৩ তারিখে আইডিএফ আঞ্চলিক কার্যালয়ের কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন আইডিএফ এর মাননীয় সাধারণ পরিষদ সদস্য প্রফেসর শহীদুল আমিন চৌধুরী। প্রশিক্ষণের সমাপনী সেশনে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন সংস্থার উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম যোন এর যোনাল ম্যানেজার মুহাম্মদ শাহ আলম, অগ্রসর বিভাগ প্রধান রাহেনা বেগম, আইডিএফ শহর-১ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার খোরশেদুল আলম চৌধুরী। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি ফ্যাসিলিটেট করেন আইটি বিভাগের সিনিয়র কর্মকর্তা জনাব মোঃ শামীম উদ দোহা। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল ইফাদ এর অর্থায়নে ও পিকেএসএফ এর সহায়তায় আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটি দেশের সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং এবং ই-কমার্স ভিত্তিক বিপণন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে।

৭.৯.২ "লামা উপজেলার অতিদরিদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জীবনমান উন্নয়ন" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের আওতায় লাইভস্টক ও পোল্ট্রি পালন বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ

"সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার অতিদরিদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের আয় বৃদ্ধি" শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ- প্রকল্পের আওতায় সরই ইউনিয়নের নতুন পাড়া তথা লাংকম, জয়চন্দ্র ও রেংয়েন কারবারি পাড়ার অধিবাসীদের জন্য পিকেএসএফ ও আইডিএফ এর যৌথ উদ্যোগে বিগত ২৪ মে ২০২৩ তারিখে লাইভস্টক ও পোল্ট্রি পালন বিষয়ক উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লামা উপজেলার প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ মুহিবুল্লাহ এবং আইডিএফ চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের কৃষি উন্নয়ন বিভাগের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এবং উক্ত প্রকল্পের ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলেটেটর ডাঃ মোঃ জাকিরুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সহায়তা করেন প্রকল্পের সহকারী ভ্যালু চেইন ফ্যাসিলেটেটর জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ শেষে সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন আইডিএফ এমচরহাট শাখার প্যারামেডিক ডাঃ মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক।

৭.৯.৩ সাতকানিয়া উপজেলা প্রাণিস্পদ প্রদর্শনীতে আইডিএফ এর পুরস্কার গ্রহণ

সাতকানিয়া উপজেলা প্রাণিস্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল কর্তৃক আয়োজিত সারাদেশব্যাপি প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় স্মার্ট লাইভস্টক, স্মার্ট বাংলাদেশ এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিগত ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনীতে বরাবরের মতো এবারও ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ) এর রেড চিটাগাং ক্যাটল (আরসিসি) ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট সম্মিলিত ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন স্থান থেকে আগত মোট ২৬টি স্টল এর মধ্যে বিচারকদের বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে রেড চিটাগাং ক্যাটল (আরসিসি) কে শ্রেষ্ঠ স্টল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আইডিএফ কৃষি উন্নয়ন বিভাগের ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর ডা: জাকিরুল ইসলাম এর হাতে সম্মাননা স্মারক ও সনদ পত্র তুলে দেন সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব ফাতেমা তুজ জোহরা ও উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। এ সময় বক্তারা রেড চিটাগাং ক্যাটল (আরসিসি) এর জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করার জন্য আইডিএফ কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। প্রদর্শনী মেলায় সার্বিক তত্ত্বাবধান করেন সাতকানিয়া সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির সমন্বয়ক জনাব মোছলেহ উদ্দিন। আরও উপস্থিত ছিলেন আরসিসি খামারের খামার ব্যবস্থাপক মোঃ জাহেদ, জুয়েল বড়ুয়া, জুনিয়র কৃষি কর্মকর্তা আশিক, রোকন ও ফাহাদ।

৭.৯.৪ আইডিএফ'র উদ্যোগে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩ উদযাপন

"নিরাপদ খাদ্য সমৃদ্ধ জাতি, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার চাবিকাঠি" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আইডিএফ ও পিকেএসএফ'র উদ্যোগে আইডিএফ আঞ্চলিক কার্যালয় চট্টগ্রাম এ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৩ উদযাপন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বর্ণাঢ্য র‍্যালী, ব্যানার ফেস্টুনে প্রচারণা, আলোচনা, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক গান, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা এবং ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শনের মাধ্যমে দিবসটি অনুষ্ঠিত হয়। মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বিষয়ে সর্বস্তরে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৮ সাল থেকে ২রা ফেব্রুয়ারিতে দেশব্যাপী দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা খাদ্য পরিদর্শক (কারিগরি) মোঃ খায়রুল আলম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রোজিনা আক্তার। আইডিএফ'র নির্বাহী পরিচালক জহিরুল আলম মহোদয়ের সভাপতিত্বে ও জোনাল ম্যানেজার মুহাম্মদ শাহ আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আইডিএফ'র কো-অর্ডিনেটর মহিউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী। আইডিএফ'র অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কৃষিবিদ আজমারুল হক, সুদর্শন বড়ুয়া, রেহেনা বেগম, মাহমুদুল হাসান ও আবু নাছের সিদ্দিক প্রমুখ। অনুষ্ঠানশেষে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৮ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

৭.৯.৫ কলেজিয়েট স্কুলে দুইদিনব্যাপী বিতর্ক প্রতিযোগিতা উৎসব

আইডিএফ এর সহযোগিতায় কলেজিয়েট স্কুল ডিবেটিং সোসাইটি (CSDS) গত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ নিয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গনে আইডিএফ ও সিএসডিএস কর্তৃক আয়োজিত "CSDS clash of dialectics 2023" বিতর্ক প্রতিযোগিতায় COME.-SPEAK.WIN স্লোগানকে সামনে রেখে চট্টগ্রামের ২৬টি স্কুল কলেজ এর শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। উন্মুক্ত পর্যায় ও স্কুল পর্যায়; এ দুই ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় উন্মুক্ত পর্যায় এ চ্যাম্পিয়ন হয় বাওয়া স্কুল এবং রানার আপ হয় চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল। স্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয় বাওয়া স্কুল এবং রানার আপ হয় ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ। মোট ৭৮ জন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে মিডিয়া পার্টনার হিসেবে ছিল দৈনিক পূর্বকোণ। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো কলেজিয়েট ডিবেটিং ক্লাবের সাথে বিষয়ভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আইডিএফ।

৮. এক নজরে আইডিএফ এর কতিপয় কর্মসূচির অগ্রগতি জানুয়ারি-জুন, ২০২৩

১. ঋণ কর্মসূচি

ক. ঋণ বিতরণ

ঋণের ধরণ	জানুয়ারি - জুন, ২০২৩	
	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ/অতিদরিদ্র	০.৯২	০.২৮
জাগরণ/RMC/UMC	১২৪.০১	৩৭.৩১
অগ্রসর/মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ	১৩৮.৩০	৪১.৬০
সুফলন/মৌসুমী ঋণ	৪৪.২০	১৩.৩০
অন্যান্য	২৪.৯৬	৭.৫১
মোট	৩৩২.৪০	১০০

বিতরণ (জানুয়ারি - জুন, ২০২৩)

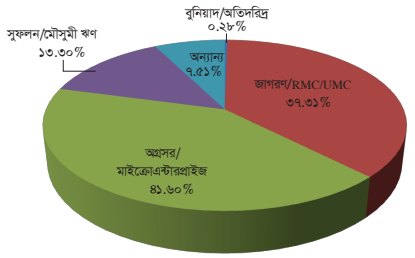

ঋণের ধরণ	জুন ২০২৩ পর্যন্ত	
	টাকা (কোটি)	%
বুনিয়াদ/অতিদরিদ্র	১৮.২৩	০.৪২
জাগরণ/RMC/UMC	২,২৬৬.২৩	৫২.৩০
অগ্রসর/মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ	১,৪৫২.৮৬	৩৩.৫২
সুফলন/মৌসুমী ঋণ	৪৪৪.৬২	১০.২৬
অন্যান্য	১৫১.৫১	৩.৫০
মোট	৪,৩৩৩.৪৫	১০০

বিতরণ (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)

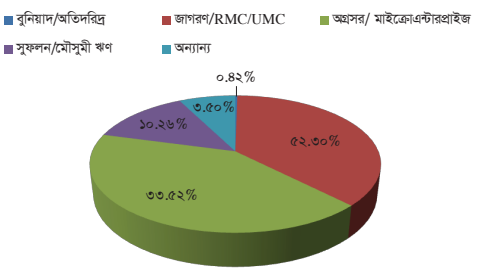

খ. সদস্য সংখ্যা

বিবরণ	সংখ্যা (জানুয়ারি-জুন, ২০২৩)	সংখ্যা (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত)
ভর্তি	২২,৯২৫	৬৬০,৮৫৫
গ্রুপত্যাগ	২৭,১৯৯	৫৩৪,৩৫০

বিবরণ	সংখ্যা
সদস্য সংখ্যা ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত	১৩০,৭৭৯
জুন ২০২৩ পর্যন্ত	১২৬,৫০৫

২. সদস্য সুরক্ষা কর্মসূচি

সুরক্ষাসমূহ	জানুয়ারি - জুন, ২০২৩			জুন ২০২৩ পর্যন্ত		
	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%	সুবিধাপ্রাপ্ত/সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	%
মৃত্যুজনিত (সদস্য/অভিভাবক)	২৩০	৮,৪৬৩,০৬৫	৯০.১৮	১২,০১৮	১৩১,০৪২,৬১৬	৫৯.৪৪
চিকিৎসাসেবা	১,৯১৮	৮৫১,১৩৮	৯.০৭	১৩৩,৩৪৩	৮৩,২৭৪,১৫৯	৩৭.৭৮
প্রকল্পঝুঁকি	৫	৭০,৭৪৫	০.৭৫	৭৩৩	৬,১২৬,৭১৮	২.৭৮
মোট	২,১৫৩	৯,৩৮৪,৯৪৮	১০০	১৪৬,০৯৪	২২০,৪৪৩,৪৯৩	১০০

৩. স্বাস্থ্য কর্মসূচি

বিবরণ	জানুয়ারি - জুন, ২০২২		জুন ২০২২ পর্যন্ত	
	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
স্ট্যাটিক ক্লিনিক	১১৮ টি	৯০৫৩ জন	৫,৮৮২ টি	৬৬,৪৪৫ জন
স্যাটেলাইট ক্লিনিক	১০,৭২৪ টি	৩৫০৬৭ জন	১০৪,২৪৮ টি	৮৯৬,৩৮২ জন
কাউন্সেলিং সেশন	৬,৩৩৫ টি	৬৭,০৬৮ জন	৭৩,৪২২ টি	৮১৮,৩৮৪ জন
বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ	১,৬৩৬ জন	৩৭৫,৪৩১ টাকা	৫৫,৩২৫ জন	১৩,০৬১,১০৩ টাকা
টেলিমেডিসিন	১৪০ দিন	৪,৩০৫ জন	৩,১৯৩ দিন	৪৪,৭৬৫ জন
ব্লাডগ্রুপিং ক্যাম্প	৭২ টি	৪,০৫২ জন	২৫২ টি	১২,৭৯৫ জন
গাইনী + মেডিসিন ক্যাম্প	৮ টি	৬৭৬ জন	১২৯ টি	৩৩,০২০ জন
চক্ষুক্যাম্প	০৫ টি	৯০৯ জন	৩০ টি	১৩,৪৭০ জন
মিনি স্বাস্থ্য ক্যাম্প	৪১ টি	১,৯১৯ জন	৬৯ টি	৩,৬৯০ জন
ফিজিওথেরাপী সেবা (হিমোফিলিয়া)	৫৬১ সেশন	৪৬	১,৬৩০ সেশন	১১৪ জন